আহমদী

সপ্তম বর্ষ | জুলাই, ১৯৩৭ | সপ্তম সংখ্যা

بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هد يتنا وهب لنا من لد نك رحمة انك انت الوها ب (العمران ع ا)

হে প্রভো, ঈমান পাইবার পর পুনরায় তাহা হারাণ বড়ই দুঃখদায়ক। তুমি নিজ দয়া বশে আমাদিগকে তদ্রূপ পতন হইতে রক্ষা কর। ঈমানের দাবী করা সহজ, কিন্তু প্রকৃত ঈমানের পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কষ্ট সাধ্য। ইহা তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে। আমাদিগকে তোমার অভিপ্রেত ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য তুমি দান করিয়াছ, এখন তাহার আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে দান কর। এমন না হয় যেন আমাদের কুদৃষ্টান্ত অন্যের জন্য এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পথে বাধা হয়। আমাদিগকে আদর্শ মুসলেম্ কর যেন আমাদিগকে দেখিয়া অন্যেরাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। রসুল করীম (সাঃ) এবং হজরৎ মসিহ মাউদের (আঃ) আদর্শ আমাদিগের জীবনে প্রস্ফুটিত কর। আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য, মানবের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য, অন্য জীবের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য যেন আমরা পূর্ণভাবে পালন করিতে পারি। আমাদের পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন যেন প্রকৃতই ইসলাম অনুমোদিত হয়। তাহা হইলেই তোমার সেই বাণী পূর্ণ হইবে—

ربما يود الذ ين كفروا لو كا نوا مسلمين (الحجر ع ا)

"কতবার অবিশ্বাসিগণ ইচ্ছা করিবে যে তাহারা মুসলমান হইলে ভাল হইত।" প্রভো! আমাদের আশঙ্কা এই যে, আমাদের দুর্ব্বলতা, আমাদের কলুষ জীবন তোমার দীনের প্রচারের পথে বাধা হইয়াছে, তাই আমরা আমাদের "নফসের" অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমারই শরণ লইতেছি। প্রভো! তোমার সম্মুখে অসম্ভব কিছুই নাই। তুমি নিজ দয়া বলে আমাদের জীবন ধারার আমুল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে আমাদিগকে সাহায্য কর যেন আমরা সত্য সত্যই আদর্শ মুসলেম হইতে পারি এবং আমাদিগের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন বিধর্ম্মিদিগের জন্য প্রচারকের কার্য্য করিতে পারে—আমিন।

আন্‌সারুল্লাহ্‌

(১)

দন্‌দনিয়ে অই চলিছে আন্‌সারুল্লা জগৎ জুড়ে,
তাক্‌ লাগিয়ে সবার চোকে, তাপ উঠ্‌ছে হৃদয় ফুঁড়ে।
গগন-ভেদী 'তক্‌বিরেতে' উঠ্‌ছে কেঁপে সবের কায়,
চলন ভারি তাদের অতি ঠেকিয়ে রাখা বিষম দায়।
খোদার নুরে ভরা তাদের হৃদয়গুলি অশেষ ভাবে,
বিভুর বাণী ঠিক্‌রে পড়ে আনন হ'তে ভীম আরাবে।
আপদ যত আসুক পথে ত্বরায় যাবে নিরয় ধামে,
শান্তি যদি আসেও কভু আস্‌বে তাহা তাদের কামে।
ভেসেই যাবে খেলাফ্‌† যত ভীব দাপটে আল্লাহ্‌'র,
ইব্‌লিসের কার্য্যকলাপ হবেই দূর হবেই দূর।

(২)

ডাহিনে বামে ঐ দেখ ভাই খোদার ফৌজ্‌ খুব ছুটিছে,
সত্যের অরি ভীষণ যত তাদের দাপে অই ভাগিছে।
দ্বন্দ্ববিবাদ ফাঁপর ভারি দেখ্‌ছে পথ পলাইবার,
নাইকো স্থান ধরণী তলে তাদের পদ সরাইবার।
কাম-কুমির বিদ্বেষ-বাঘ অই ছুটিছে হায় হুতাশে,
বিকটরব তাদের এবে আস্‌ছে ভেসে নভঃ বাতাসে।
রিপুর যত দপ্‌দপানি থেমেই যাবে পায়ের চাপে,
ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌ছে অই সত্যের অসি ইমান থাপে।
ভেসেই যাবে খেলাফ্‌ যত ভীম দাপটে আল্লাহ্‌'র,
ইব্‌লিসের কার্য্য কলাপ হবেই দূর হবেই দূর।

(৩)

সাম্য মৈত্রীর তুঙ্গ কেতন উড়্‌ছে অই মাথার পরে,
নবীন বিভা ধরেছে এবে কোরান পাক তাদের করে।
মোহ তিমির অন্ধবিশ্বাস সেই প্রভায় গিয়েছে দূরে,
বিশ্ব-পীরিতি আস্‌ছে ফিরে আবার তাই তাদের সুরে।
ছোটবড়র চিরকলহ গিয়েছে মিটি তাদের লাগি,
খোদার দয়া নূতন ক'রে নিয়ে চলেছে মাথায় মাগি।
নূতন ধ্যান নূতন জ্ঞান নবীন সাজে আস্‌ছে সেজে,
ক্ষিতির মাঝে যতেক বাধা যাবেই খসে তাদের তেজে।
ভেসেই যাবে খেলাফ্‌ যত ভীম দাপটে আল্লাহ্‌'র,
ইব্‌লিসের কার্য্যকলাপ হবেই দূর হবেই দূর।

(৪)

খোদা ফৌজের ধাত্রীবাহিনী আরেক দল অবলা জাতি,
সমান ভাবে চল্‌ছে অই নবীন তেজে সকলে মাতি।
অন্ধ আতুর পীড়িত যারা ধাইছে ত্বরা তাদের পাশে,
মায়ের মত সেবার দ্বারা আন্‌ছে দেখ 'হক্‌' সকাশে।
তৌহিদ গান তৌহিদ সুর উঠ্‌ছে ফুটে তাদের মুখে,
নবীন আশা নবীন সুখ উঠ্‌ছে ফুলে তাদের বুকে।
দয়াময়ের প্রেম সাগরে তারাই যে গো মধুর ঢেউ,
যতেক বাধা তাদের পথে ধার ধারে না তাদের কেউ।
ভেসেই যাবে খেলাফ্‌ যত ভীম দাপটে আল্লাহ্‌'র,
ইব্‌লিসের কার্য্য কলাপ হবেই দূর হবেই দূর।

(৫)

ছুট্‌ছে অই তাদের পিছে ভেরীবাদক শিশুর দল,
তীরের বেগে ধাইছে তারা বুকে তাদের অসীম বল।
স্বরগ দূত তারাই যে গো ছুট্‌ছে তারা আশীষ মেখে,
মধুর সুরে তৌহিদ বুলি হচ্ছে বাহির বদন থেকে।
বিশ্ব পাগল হয়েছে আজি তাদের অই ভেরীর নাদে,
ভীতি অসুর আট্‌কে গেছে তাদের তেজ-সাহস-ফাঁদে।
সু-এর জয় লক্ষ্য তাদের কু-এর বল ভাঙ্গ্‌ছে তারা,
'কিনা বোগ্‌জ্‌' * ভাগ্‌ছে দূরে বইছে এবে ইমান ধারা।
ভেসেই যাবে খেলাফ্‌ যত ভীম দাপটে আল্লাহ্‌র,
ইব্‌লিসের কার্য্য কলাপ হবেই দূর হবেই দূর।

(৬)

ধবলশির আন্‌সারুল্লা তাদের পিছে আরেক দল,
করছে দান দিনযামিনী খোদার দেয়া জ্ঞানের ফল।
খোদাইতত্ত্ব ক্ষীর সাগরে ডুবেই আছে মানস কায়,
যুক্তি-সুধায় নব জীবন দিচ্ছে তারাই জ্ঞানহারায়।
নবীন ভাতি নূরের জ্যোতিঃ উঠেছে ফুটে আননময়,
ভুল ধারণা জগৎ হ'তে করছে ওগো তারাই ক্ষয়।
সত্য-অনিল বয় বা যদি ভুবন মাঝে আরেক বার,
বইবে তাহা তাদের গুণে সংসার হবে চমৎকা'র,
ভেসেই যাবে খেলাফ যত ভীম দাপটে আল্লাহুর
ইব্‌লিসের কার্য্য কলাপ হবেই দূর হবেই দূর।

(৭)

হিংসা কাঁসর দুনিয়া মাঝে বাজ্‌ছে অই দিবস নিশি,
দলন নীতি চল্‌ছে এবে দারুণ ভাবে সবারে পিষি।
অসৎ কাজে মত্ত সবাই সত্যের বুকে ত্রিশূল হানি,
তাইতে ওগো ধরার অতি বিষাদমাখা বদন খানি।
তাই বলি গো আন্‌সারুল্লা তোমা সবের হউক জয়,
হাসুক মহী আবার ওগো তৌফিক্‌ দিক্‌ করুনাময়।
তোদের সাথে যেতে কবির হউক জোর হরেক কাজে,
দয়াল বিভু করুক সবে সফলকাম ইমান সাজে।
উড়্‌ক জোরে বিজয় ধ্বজা বাজুক ওগো কল্‌মা-বাঁশী,
বহুক ধীরে শান্তি সমীর যাউক দূরে পাপের রাশি।
যাউক ভেসে খেলাফ্‌ যত ভীম দাপটে আল্লাহ্‌'র,
ইব্‌লিসের কার্য্য কলাপ হউক দূর হউক দূর।

উম্মেদ।

---

† বিরুদ্ধাচারী

* হিংসা বিদ্বেষ

হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) অমৃত বাণী

(১)

শত্রুদের কুচক্র আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না

অজ্ঞ বিরুদ্বাচরণকারিগণ মনে করে তাহাদের কুচক্রে ও ষড়যন্ত্রে এই সঙ্ঘ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে এবং এই আন্দোলন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই অজ্ঞ লোকগণ বুঝিতে পারে না যে, আকাশে যাহা সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর কোন শক্তি তাহা বিনষ্ট করিতে পরিবে না। আমার খোদার সমীপে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল কম্পমান! খোদা তিনিই যিনি আমার প্রতি তাঁহার পবিত্র 'ওহি' (বাণী) অবতীর্ণ করিতেছেন এবং 'গায়েবের' (অদৃশ্য বিষয়ের) রহস্য সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞাত করিতেছেন। তিনি ভিন্ন কোন খোদা নাই। যে পর্য্যন্ত পবিত্র ও অপবিত্র বিষয়ের পার্থক্য সুপ্রকাশিত না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি এই আন্দোলন চালাইবেন, ইহাকে বর্দ্ধিত করিবেন ও উন্নতি দান করিবেন। প্রত্যেক বিরুদ্ধাচরণকারীর উচিত যে, এই সিলসিলাকে মিটাইবার জন্য সে তাহার যথা-সম্ভব চেষ্টা করে এবং আপন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এবং তৎপর দেখে, পরিণামে সেই জয়ী হয়, না খোদা। ইতিপূর্ব্বে আবু লাহাব ও আবু জাহেল এবং তাহাদের বন্ধুগণ সত্যকে মিটাইবার জন্য কত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে! কিন্তু এখন তাহারা কোথায়? যে ফেরাউন মুসাকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল এখন কি তাহার কোন অস্তিত্ব আছে? অতএব নিশ্চয় জানিও যে 'ছাদেক' বা সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি বিনষ্ট হইতে পারেন না; তিনি ফেরেস্তার ফৌজের মধ্যে থাকিয়া চলাফেরা করেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে চিনিতে না পারে সে হতভাগ্য।'

আল্‌ফজল, ৪ জুলাই, ১৯৩৭

(২)

সত্য সম্প্রদায়কে মিটাইবার চেষ্টা করিও না

"রাত্রির শেষ ভাগে উঠিয়া রোদন করিয়া খোদাতা'লার নিকট হেদায়ত (সৎ-পথ) প্রার্থনা কর; এবং সত্য সঙ্ঘকে মিটাইবার জন্য অন্যায় ভাবে বদ্‌-দোয়া (অভিশাপ) করিও না এবং ষড়যন্ত্র উদ্ভাবন করিও না। খোদাতা'লা তোমাদের ঔদাসীন্য ও ভ্রান্ত কামনার অনুসরণ করিবেন না। তিনি তোমাদের মস্তিষ্কের ও অন্তঃরের মূঢ়তা প্রকাশিত করিবেন এবং আপন দাসের সাহয্য করিবেন এবং সেই বৃক্ষকে তিনি কখনো কর্ত্তন করিবেন না যাহা তিনি স্বহস্তে রোপন করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কি কেহ এরূপ আছে, যে তাহার সেই বৃক্ষকে কর্ত্তন করিবে যাহা হইতে সে ফল লাভের প্রত্যাশা করে? অতএব যিনি জ্ঞানী, সর্ব্বদর্শী এবং পরম দয়ালু তিনি কেমন করিয়া তাঁহার সেই বৃক্ষকে কাটিবেন যাহার ফলের 'মোবারক' (মঙ্গলময়) দিবসের তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন? তোমরা মানব হইয়া যাহা করিতে চাও না, সেই 'আলেমুল-গায়েব' (অদৃশ্য-দর্শী) খোদা যিনি প্রত্যেকের হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকেন তিনি কেন তাহা করিবেন? সুতরাং খুব স্মরণ রাখিও যে, তোমরা এই যুদ্ধে কেবল নিজ অঙ্গের উপরই তরবারীর আঘাত করিতেছ। অতএব তোমরা নিরর্থক অগ্নিতে হস্ত নিক্ষেপ করিও না, যেন সেই অগ্নি উত্তেজিত হইয়া তোমাদের হস্তকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে না পারে।"

আল্‌ ফজল, ৮ জুলাই, ১৯৩৭

(৩)

ইমামের পূর্ণ অনুসরণ কর

স্মরণ রাখিও যে বয়েতের অর্থ—বিক্রি করিয়া ফেলা। তোমাদের কেহ যদি আপন ষাঁড় বিক্রি করিয়া ফেলে তবে সেই ষাঁড়ের উপর কি আর তাহার কোন অধিকার থাকে? যে ক্রয় করিয়াছে সে তাহাকে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করিতে পারে। ঠিক তদ্রূপ তোমরাও নিজদিগকে খোদাতা'লার পথে বেচিয়া ফেলিয়াছ। এখন যাহার বয়েত করিয়াছ তাহার ইচ্ছানুযায়ী চলা তোমাদের কর্ত্তব্য। যদি কতকটা আপন ইচ্ছানুযায়ী চল এবং কতকটা তাহার কথা মত চল তবে এরূপ বয়েত দ্বারা কোন ফল লাভ হইবে না, বরং অপকার হইবে। খোদাতা'লা মিশ্রিত বিষয় পছন্দ করেন না, তিনি সরলতা ও একনিষ্ঠতা চান। সুতরাং নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী সাধু হইতে চেষ্টা কর। নিজ স্ত্রীগণকেও নামাজ পড়িতে উপদেশ দাও। যখন তাহাদের জন্য নামাজ মাফ্‌ থাকে সেই প্রচলিত সময় ব্যতীত কখনো তাহাদের নমাজ ত্যাগ করা উচিত নহে। তদ্রূপ আপন প্রতিবেশীদিগকেও শিক্ষা দাও এবং উদাসীন থাকিও না।

আলহেকম, ১০ এপ্রিল, ১৯০৩

(৪)

প্রকৃত নাজাত বা মুক্তি

নাজাত এমন কোন জিনিষ নয়, যাহা পরকালে লাভ হইবে। প্রকৃত নাজাত এই পৃথিবীতেই লাভ হইয়া থাকে। নাজাত এক জ্যোতিঃ—যাহা হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া ধ্বংস কূপগুলি দেখাইয়া দেয়। সত্য ও জ্ঞানের পথে চল, তদ্বারা খোদাতা'লাকে লাভ করিবে। আপন হৃদয়ে আবেগ সৃষ্টি কর, যেন সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পার। যে হৃদয়ে আবেগ নাই, তাহা হতভাগা; যে প্রকৃতি নিস্তেজ তাহা ভাগ্যহীন; এবং যে বিবেকে জ্যোতিঃ নাই, তাহা মৃত। সুতরাং তোমরা সেই কূপ-পাত্র সদৃশ হও যাহা কূপে শূন্য অবস্থায় পতিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া আসে, এবং সেই ঝাঝড়ি সদৃশ হইও না যাহা বিন্দুমাত্রও জল ধরিতে পারে না, যাহাতে এক দিক দিয়া জল প্রবেশ করে এবং অন্য দিক দিয়া নির্গত হইয়া যায়। চেষ্টা কর, যেন সুস্থ হও এবং সংসার-পূজা রূপ জ্বরের বিষাক্ত উত্তাপ দূরীভূত হয়, যে উত্তাপের কারণে চক্ষু জ্যোতিহীন, কর্ণ বধির-প্রায়, জিহ্বা স্বাদহীন এবং হস্তপদ শক্তিহীন হয়। একটি সম্বন্ধ বিচ্ছেদন কর যেন অন্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে মনকে সংযত কর, যেন অন্যদিকে মন ধাবিত হয়। ঘৃণ্য সংসার-কীট দূরে নিক্ষেপ কর যেন স্বর্গের উজ্জ্বল হীরক প্রাপ্ত হও। এবং আপন আদি কি তৎপতি দৃষ্টিপাত কর—সেই আদি যখন আদম ঐশ্বরিক আত্মা দ্বারা সঞ্জীবীত হইয়াছিলেন, যেন তোমরা সকল বস্তুর উপর বাদ্‌শাহী লাভ কর, যেমন তোমাদের পিতা (আদম) লাভ করিয়াছিলেন।

আলফ্‌জল, ৬ জুন, ১৯৩৭

(৫)

চাকুরীজীবীদের শোচনীয় অবস্থা

অধিকাংশ চাকুরীজীবিগণ অত্যন্ত অপবিত্র জীবন যাপন করে। তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই পূর্ণরূপে রোজা ও নামাজ পালন করিয়া থাকে এবং যে সকল অসঙ্গত কার্য্য 'এবতেলা' বা পরীক্ষা স্বরূপ তাহাদের চাকুরী জীবনে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখে। আমি সর্ব্বদাই তাহাদের চেহারা অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি এবং অধিকাংশকেই এরূপ পাইয়াছি যে, তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা, ধন-সম্পদ অর্জ্জনে—সদোপায়েই হউক আর অসদোপায়েই হউক—নিমজ্জিত; এবং অধিকাংশের দিবারাত্রি ব্যাপিয়া চেষ্টা শুধু এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পার্থিব উন্নতি সাধনেই নিয়োজিত। চাকুরীজীবিগনের মধ্যে অতি অল্প লোকই আমি এরূপ পাইয়াছি যাহারা কেবল খোদাতা'লার 'আজমত' (মহিমা) স্মরণ করিয়া উচ্চ নীতি, ধৈর্য্য, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা, হীনতা, জীবে সহানুভূতি, আন্তরিক পবিত্রতা, হালাল খাওয়া, সত্যবাদীতা ও পরহেজগারী বা ধর্ম্মভীরুতা ইত্যাদি গুণ নিজের মধ্যে রাখে। বরং অনেককেই অহঙ্কার, কদাচার, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেপরওয়া এবং আরো নানাবিধ দুর্নীতিতে শয়তানের ভ্রাতা পাইয়াছি। যেহেতু খোদাতা'লার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রত্যেক প্রকারের এবং প্রত্যেক প্রকৃতির লোক সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন হউক, তাই প্রত্যেক সংসর্গেই, আমাকে বাস করিতে হইয়াছে এবং মৌলানা রুমীর কথানুযায়ী সেই সমুদয় কাল অতি ঘৃণা ও বেদনার সহিত আমি যাপন করিয়াছি।

আল্‌ ফজল, ২২-এ জুন, ১৯৩৭

(৬)

কাম-লোলুপ দৃষ্টি হইতে নিজকে রক্ষা কর।

কোরান করীমের শিক্ষা মানুষকে 'তাক্বাওয়া' বা ধর্ম্মনিষ্ঠার উচ্চতম স্তরে পৌছাইতে চায়। তৎপ্রতি কর্ণপাত কর এবং তদনুযায়ী নিজ জীবন গঠিত কর। কোরান শরীফ ইঞ্জিলের ন্যায় শুধু এই শিক্ষাই দেয় না যে, 'না-মাহ্‌রুম' (যাহাদের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ নহে এরূপ) স্ত্রীলোক, বা যাহারা স্ত্রীলোকের ন্যায়ই কামোদ্দীপক তদ্রূপ পাত্রের প্রতি কামলোলুপ দৃষ্টিতে চাহিও না, বরং ইহার 'কামেল' (পূর্ণ) শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, প্রয়োজন ব্যতিরেকে 'না-মাহ্‌রুমদের' প্রতি দৃষ্টিপাতই করিও না—কামলোলুপ দৃষ্টিতেও না, কামলোলুপ দৃষ্টি ছাড়াও না; বরং তোমাদের উচিত যে চক্ষু বন্ধ করিয়া নিজকে পতন হইতে রক্ষা কর, যেন তোমাদের আত্মিক পবিত্রতায় কোনরূপ বিকৃতি ঘটিতে না পারে। সুতরাং তোমরা তোমাদের 'মৌলার' (পরম পিতার) সেই আদেশটি খুব স্মরণ রাখ এবং চক্ষুর ব্যভিচার হইতে নিজকে রক্ষা কর, এবং সেই সত্তার ক্রোধকে ভয় কর যাঁহার ক্রোধ মুহূর্ত্তে ধ্বংস সাধন করিতে পারে। কোরান শরীফ এই শিক্ষাও দেয় যে, "তোমরা নিজ কর্ণকেও 'না-মাহরুম' স্ত্রীলোকের আলোচনা হইতে এবং তদ্রূপ প্রত্যেক অবৈধ আলোচনা হইতে বাঁচাইয়া রাখ।" আলফজল

দোয়াই শ্রেষ্ঠাস্ত্র *

খোদাতা'লার বিশেষ সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এবং অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লব দূরীভূত হওয়ার জন্য রোজা রাখিয়া দোয়া কর

সুরাহ ফাতেহা পাঠের পর বলেন,—

আমি তাহরিক-জদীদের বিগত অধিবেশনে পীড়া বশতঃ যোগদান করিতে পারি নাই বলিয়া এখন চাহিতেছি যে, তৎপরিবর্ত্তে আজ সংক্ষেপে কোন কথা বলিব, যেন সেই 'সওয়াবে' আমিও শরীক হইতে পারি। আমি যে কথা বলিতে চাই, তাহা সেই রোজা ও দোয়া সম্বন্ধে যাহার নিমিত্ত প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে আমি 'তাহরিক' করিয়াছিলাম।

'তাহরিক-জদীদের' ১৯নং মোতালেবা এই যে, বন্ধুগণ বিশেষভাবে সেলসেলার উন্নতির জন্য দোয়া করিবেন। ইহার জন্য আমি যে ব্যবস্থা করিয়াছি তাহা এই যে, প্রতি বৎসর কিছু রোজা রাখিয়া দোয়া করিতে হইবে।

এই রোজা, যতখানি সম্ভব, নির্দ্দিষ্ট দিন গুলিতেই রাখিতে হইবে। যদি কেহ পীড়িত হয়, কিম্বা অন্য কোন কারণ উপস্থিত হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা। এবার আমার ব্যবস্থানুযায়ী মোখ্‌লেস বন্ধুগণ ৭ মাসে ১৪টী রোজা রাখিবেন এবং রাখিতেছেন।

আমি নসিহৎ করিয়াছিলাম যে, এই দিনগুলিতে বন্ধুগণ বিশেষভাবে দোয়া করিবেন, যেন খোদাতা'লা কোন কোন ফেৎনা, যাহা আহ্‌রারগণের দিক হইতে, কিম্বা কোন কোন রাজপুরুষের পক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বা হইতেছে—আপন করুণা বা ফজলক্রমে দূরীভূত করেন।

এতদ্ব্যতীত, আমি একটি অতিরিক্ত কথা, যাহা বলিতে চাই, তাহা এই যে, বন্ধুগণ দোয়া করিবেন, যেন আল্লাহ্‌তা'লা ঐ লোকদিগকে, যাহারা মোনাফেক বা কপট-প্রকৃতি, হয়ত হেদায়েত দেন, নতুবা তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেন। এখন মনে হইতেছে যে, আমাদের একান্ত কাতর দোয়াগুলি কবুল হইতেছে। এখন হয়ত তদ্রূপ লোক প্রকাশ হইয়া পড়িবে, কিম্বা 'তাওবা' করিবে।

আমাদের ব্যক্তিগত কামনা এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে 'তাওবা' করিবার তৌফিক দিন এবং 'হেদায়েত' করুন; কিন্তু যদি ইহাই খোদাতা'লার ইচ্ছা যে, বহির্দ্দেশীয় ফেৎনাসমূহ দ্বারা যেমন জমাতের পরীক্ষা হইতেছে, সেইরূপ অন্তর্বিপ্লবসমূহ দ্বারাও জমাতের পরীক্ষা হইবে, এবং মোনাফেকদিগকে শক্তি লাভ করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে তবে যাহা তাঁহার 'মরজি ও মশিয়াৎ' বা ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি, আমরাও তাহাতেই সন্তুষ্ট।

সুতরাং, বন্ধুগণ বিশেষভাবে দোয়া করিবেন এবং যাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়, রোজা রাখিবেন এবং চেষ্টা করিবেন যেন, পীড়া, কিম্বা অন্য কারণ ছাড়া সেই নির্দ্দিষ্ট দিন গুলিতেই রোজা রাখিতে পারেন, যেন বহুলরূপে দোয়া করা হয় এবং তাহা এক সঙ্গে আসমানে পৌঁছে।

ইহা আল্লাহ্‌তা'লার সেলসেলা। আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে একটি শেষ যুদ্ধ উপস্থিত; ইহা ইস্‌লামকে জগতে পুনঃ স্থাপনের জন্য করা হইতেছে। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার যতগুলি উপায় মানব মস্তিষ্কে উদ্ভাবিত হইতে পারে এবং বিপথগামী করিবার জন্য ও প্ররোচনা করিবার নিমিত্ত শয়তান যতগুলি তদ্‌বীর করিতে পারে—তৎসমুদয়ই আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে অবলম্বন করা হইয়াছে এবং হইতেছে। এতৎসত্ত্বেও আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে এই সেলসেলার হেফাজতের অঙ্গীকার আছে। ইহা পূর্ণ হওয়া সুনিশ্চিত।

শত্রুদের শক্তি আল্লাহ্‌তা'লার এই ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা জন্মাইতে পারিবে না এবং আমাদের দুর্ব্বলতা বশতঃ ইহার কোন ক্ষতি হইবে না। যখন আল্লাহ্‌তা'লা এই সেলসেলার উন্নতির অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তখন জমাত যে কতখানি দুর্ব্বল এবং আমাদের শত্রুগণ যে কত শক্তিশালী তাহা জানিয়াই করিয়াছিলেন।

এই জমাতের প্রতি কতগুলি আক্রমণ চলিবে এবং তাহা ব্যাহত করিবার মত শক্তি জমাতের কতটুকু থাকিবে তাহা সেই 'আলেমুল-গায়েব' (অদৃশ্য-দর্শী) খোদা জানিতেন। জমাতের শক্তি যে কত এবং শত্রুগণ ইহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য যে তৎসমুদয় উপায়ই অবলম্বন করিবে, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের বিরুদ্ধে অবলম্বন করা হইয়াছিল ইহা জানা সত্ত্বেও তিনি ইহার হেফাজতের ওয়াদা করিয়াছেন। ইহা পূর্ণ হইবেই হইবে।

---

* হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সানির (আইঃ) ১১ই জুন তারিখের খোৎবার সার মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার আহমদী সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত

খোদার সাহায্য যাবতীয় আঁধার ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইবে। তাঁহার জ্যোতিঃ মেঘের সর্ব্ব-অন্তরায় বিদীর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইবে। শত্রুদের ভয় প্রদর্শন আমাদের কোনই বিপর্য্যয় ঘটাইবে না। তাহাদের সকল ছলনা, প্রবঞ্চনা আমাদের কোন ক্ষতি করিবে না। ইহা আল্লাহ্‌র কালাম। ইহা পূর্ণ হইবেই হইবে।

এই বাণী আল্লাহ্‌ তা'লা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) প্রতি নাজেল করিয়াছেন। তারপর, সহস্র সহস্র আহ্‌মদী ও গয়র-আহ্‌মদীর প্রতি ইহার সত্যতা নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাঁহার কালাম (বাক্য) অবতীর্ণ হইয়াছে।

যদি আমরা দোয়া করি, তবে এজন্য নয় যে, খোদাতা'লার সাহায্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ আছে, বরং আমরা এজন্য দোয়া করি, যেন খোদাতা'লার সাহায্য শীঘ্র আসে ; যেন ইহাতে আমাদেরও হস্ত থাকে এবং আল্লাহ্‌ তা'লা ইহাতে শামীল হওয়ার জন্য আমাদিগকেও সুযোগ দেন। আমাদের এই দোয়াগুলি এই ভয় বশতঃ নয় যে, শত্রুগণ আমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে এবং এই সন্দেহ বশতঃ নয় যে, সেলসেলার উন্নতি কি ভাবে হইবে ; বরং এই 'একীন' বা দৃঢ়তম প্রত্যয়-সহ আমরা দোয়া করিতেছি যে, সেলসেলার উন্নতি অবশ্যই হইবে।

সুতরাং, এস, আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহা শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করি, যাহা আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস, আমরা আমাদের দুর্ব্বলতাগুলি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহার 'ফজল' (বিশেষ অনুকম্পা) অন্বেষণ করি, যেন তিনি আমাদের শত্রুদিগকে অপদস্থ করেন এবং তিনি সেলসেলার সাহায্য করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা, যাহা জমাতে পাওয়া যায়, দূরীভূত করেন ; এবং মোনাফেকদিগকে হয়ত হেদায়েত দেন, নতুবা তাহাদিগকে প্রকাশিত করিয়া দেন, যাহাতে সেলসেলার উন্নতির পথ হইতে সর্ব্বপ্রকার বাধা দূরীভূত হয়।

সেইরূপ, বহিঃশত্রুদের জন্যও আমাদিগকে দোয়া করিতে হইবে, যেন, আল্লাহ্‌ তা'লা তাহাদিগকে 'হেদায়েত' দান করেন এবং তাহাদের গালি দোয়ায় পর্য্যবসিত করেন ; আর যদি তাহাদের কার্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া তিনি তাহাদের ধ্বংসের জন্যই ফয়সলা করিয়া থাকেন তবে তাহারা আমাদের হস্তে বিধ্বস্ত হউক এবং আমাদের জীবনকালে হওক, যেন আমরা ইহার 'সওয়াবে' অংশী হইতে পারি।

রোজা ! রোজা !! রোজা !!!

চলিত জুলাই মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ২৯শা তারিখ,
আগামী আগষ্ট ,, প্রথম সোমবার ২রা ,, ,
,, ,, ,, শেষ বৃহস্পতিবার ২৬শা ,,
,, সেপ্টেম্বর ,, প্রথম সোমবার ৬ই ,, ,
,, ,, ,, শেষ বৃহস্পতিবার ৩০শা ,, ,
,, অক্টোবর ,, প্রথম সোমবার ৪ঠা ,, ,
,, ,, ,, শেষ বৃহস্পতিবার ২৪শা ,,

সফলতা লাভের উপায় *

কু-অভ্যাস ত্যাগ, সময়ের সদ্ব্যবহার, পরিশ্রম ও কর্ম্মপরায়ণতা

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ (আইঃ) সুরাহ্‌ ফাতেহা পাঠ করিবার পর বলেন :—

জগতে অনেক সময় ত্যাগের গুরুত্ব ও লঘুত্ব নিরূপণ করা কঠিন। আর্থিক ত্যাগ সম্বন্ধে দেখা যায়, একজন লক্ষ পতি ও একজন কাঙ্গালের ত্যাগের তারতম্য সহজে নির্দ্ধারণ করা যায় না। কারণ, কেবল খাদ্যের হ্রাস বৃদ্ধির উপরই কষ্ট নির্ভর করে না, বরং অভ্যাস বর্জ্জন করিতেও কষ্ট হয়।

যাহারা হুক্কা পানে অভ্যস্ত, তাহারা না খাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু হুক্কা ব্যতীত থাকিতে পারে না। ভাত, রুটী প্রত্যেক মানুষেরই প্রয়োজন, তথাপি তাহা পরিহার করিলে, মানুষের তত কষ্ট হয় না, আহিফেন, গাঁজা, ভাঙ্গ, চরস, মদ, হুক্কা, দোক্তা, নস্য প্রভৃতি ছাড়িলে, তৎসেবীদের যত কষ্ট হয়। জগতে মানুষ অনাহারে থাকিয়াও স্বীয় সন্তানদিগকে খাদ্য প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু নেসায় অভ্যস্ত মানুষ নেসার অভ্যাস পূর্ণ করিবার জন্য স্ত্রীপুত্রের ক্ষুৎপিপাসার প্রতি ও ভ্রূক্ষেপ করে না।

অভ্যাসের কোরবাণীই শ্রেষ্ঠ কোরবাণী

সুতরাং, অভ্যাস ত্যাগই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কোরবাণী, কিন্তু, ইহা নিরূপণ করা কঠিন। ধনীদের যে সমস্ত খাদ্যের, কিম্বা পোষাক পরিধানের অভ্যাস থাকে, তাহাদের পক্ষে, সেই অভ্যাস ত্যাগ করাই বড় কোরবাণী।

কোন ধনীর পূর্ব্বে ১০ জোড়া কাপড় ব্যবহার করিবার অভ্যাস ছিল এখন তিনি তন্মধ্যে ৫ জোড়া হ্রাস করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অন্য এক ব্যক্তি অবশ্য বলিতে পারেন, "পূর্ব্বে তিনি ১০ জোড়া কাপড় ব্যবহার করিতেন, এখন তিনি ৫ জোড়া ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে আমার ২টি কাপড়ই ছিল, এখনো দুইটিই আছে। আমার তুলনায় এখনো ধনীর কয়েক জোড়া কাপড় অধিক।" কিন্তু প্রশ্ন অভ্যাসের। ধনী ব্যক্তির যত কাপড় পরিধানের অভ্যাস ছিল, তাহা তিনি হ্রাস করিয়াছেন। এব্যক্তির পূর্ব্ব অভ্যাসই বজায় আছে। যদিও তাহার চেয়ে ধনীর কাপড় এখনো বেশী, তবু শেষোক্ত ব্যক্তির অভ্যাস পূর্ব্বের মত একইরূপ থাকায়, সে কোন কষ্ট অনুভব করে না, কিন্তু অভ্যাসের পরিবর্ত্তন ঘটায়, পূর্ব্বোক্ত ধনী ব্যক্তি কষ্ট অনুভব করেন। অতএব ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, অভ্যাস পরিহার করাই মহৎ ত্যাগ-স্বীকার।

তোমরা বলিতে পার না যে, ধনীর নিকট পাঁচ জোড়া অতিরিক্ত পোষাক ছিল তাহা হ্রাস করায় কি আসে যায়? হুক্কা কি অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত বস্তু নয়? কৃষকের হুক্কার মূল্য, তাহার কাপড়ের চেয়ে অধিক। সে যে অর্থ তামাক পোড়াইবার জন্য ব্যয় করে, তাহা কাপড়ের জন্য ব্যয় করে না। সে শীতে কাঁপিতে থাকিবে, নিউমোনিয়ায় ভুগিবে, স্বাস্থ্য নষ্ট করিবে, তথাপি হুক্কা ছাড়িবে না। হুক্কার অভ্যাস প্রবল থাকায়, সে কাপড় চোপড়ের অভ্যাস হ্রাস করে।

আমাদের জমাতে অন্যূন ২০ হাজার লোক এমন আছে, যাহাদের হুক্কার খরচ, তাহাদের চাঁদা অপেক্ষা অধিক। তাহাদের বাৎসরিক চাঁদা ১৲ টাকা, ১৷৷০ টাকা, বরং ৸০ আনা মাত্র; কিন্তু তাহাদের বৎসরের তামাকের খরচ তদপেক্ষা অধিক। যদি তাহারা দৈনিক অর্দ্ধ পয়সার তামাকও খায়, তবে বৎসরে ৩৲ টাকা খরচ হয়। তাহারা যে কোন উপায়ে, এই খরচ নির্ব্বাহ করে; কারণ, তাহারা এই অভ্যাস পরিহারের জন্য প্রস্তুত নয়।

সুতরাং, যদি আমরা অভ্যাস নিরূপণ করিতে পারি, তবেই আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, কে প্রকৃত কোরবাণী করে এবং কে করে না। একমাত্র আল্লাহ-তা'লাই মাত্র ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তি, কোন্ জিনিষ পরিহার করিলে তাহার কত কষ্ট হয়। আমরা-ত শুধু বাহ্যিক দিক দেখিতে পাই। বাহ্যিক দিক হইতে অনুমান করিয়া, আমরা ভ্রমও করিতে পারি, কিন্তু কোন কোন বিষয় এমন আছে, যাহার সম্বন্ধে মানুষ সঠিক অনুমান করিতে পারে। তন্মধ্যে পরিশ্রম ও কর্ম্ম অন্যতম।

---

* হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইয়েদাহুল্লাহতালা) প্রদত্ত খোৎবার সার মৌলবী আবু হামিদ মোহাম্মদ আলী-আনার সাহেব কর্ত্তৃক অনুদিত।

বেকার থাকিও না

আমি বারম্বার বলিয়াছি, বেকার থাকিও না, কাজ করিবে। এবিষয়ে ধনী দরিদ্র সমান; বরং দরিদ্রের কাজ ও শ্রমের অধিকতর প্রয়োজন; কিন্তু আমি দেখিয়াছি এরূপ ব্যক্তিগণও ৫।৬ ঘণ্টা কাল হুক্কা সেবনে অতিবাহিত করে। তাহারা বলে, কাজ করিলেও তাহারা উপযুক্ত মুজুরী পায় না যদ্বারা তাহাদের ভরণপোষণ হইতে পারে। তাহারা অবশ্য একথা ভাবে না যে, অর্দ্ধজীবন তাহারা নিষ্ক্রীয় ভাবে বিনষ্ট করিতে পারিলে, এক চতুর্থাংশ জীবন যদি অন্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়, তাহাতে দোষ কি? যে সময় তাহারা হুক্কা পান ও গল্প গুজবে কর্ত্তন করে, সেই সময় কাজ ও শ্রমে কাটাইলে অভাব জন্মিতে পারে না।

যখনই আমি ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, তখনই দেখিয়াছি যে, উত্তম জমিগুলি সকলই শিখদের এবং যে জমির ফসল ভাল নয়, তাহা মোসলমানদের। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে, এখন আমি ভাল ফসল দেখিতে পাইলেই বলি, তাহা কোন শিখের এবং খারাপ ফসল দেখিলে বলি, তাহা কোন মোসলমানদের জমি। সাধারণতঃ, আমার এই অনুমান সত্য হয়।

শিখদের একটি শ্রেষ্ঠত্ব অতি দেদীপ্যমান। তাহারা হুক্কা সেবন করে না। সেজন্য তাহাদের সময় বাঁচে। মোসলমান কৃষকেরা কিছুক্ষণ কাজ করিবার পর হুক্কা সেবন করিতে বসে।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সময়বর্ত্তী একটি ঘটনা

একবার হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সময়ে একজন কৃষক এখানে মেহমান স্বরূপ আসিয়াছিল। সে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহার বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কাদিয়ানে কি দেখিতে পাইয়াছে। সে উত্তর করিল, "কাদিয়ান হইতে খোদা রক্ষা করুন, সেখানে কি কোন ভাল মানুষ থাকিতে পারে? উহা কি মানুষ থাকিবার স্থান?" আমাদের বন্ধুগণ তাহাতে ভয় পাইলেন যে, হয় ত কাদিয়ানে কেহ তাহার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, কিম্বা 'মেহমানখানার' কাহারো সঙ্গে তাহার বিবাদ ঘটিয়াছে। সেজন্য তাহারা, প্রকৃত ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিতে লাগিল, প্রায় ১০ ঘটিকার সময় এক্কা যোগে সে কাদিয়ান পৌঁছে। (তখন কাদিয়ানে রেলগাড়ীর প্রচলন হয় নাই)। তাহার ছিল ভ্রমণজনিত অবসাদ। সে ভাবিয়াছিল, আরামে বসিয়া হুক্কা পান করিবে, তাই আগুন আনিতে গিয়াছিল। কেহ বলিল, "হাদিসের 'দরস্' (পাঠ) দেওয়া হইতেছে।" সে কেবল প্রথম আগমন করিয়াছে মনে করিয়া 'দরস' শুনিতে গেল, এবং হুক্কা পরে সেবন করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিল।

১২টার সময় সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার আগুন আনিতে গেল। তখন সে জানিতে পারিল যে, হজরত মসিহ্-মাউদ (আঃ) নামাজের জন্য বাহিরে আসিতেছেন, এখন 'জিয়ারত' (দর্শন) লাভ করিবার সময়। সেজন্য হুক্কা পানের খেয়াল ছাড়িয়া, সে মসজিদে গেল।

সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আগুন নিয়া হুক্কা প্রস্তুত করিল। দুই চারিটি টান দিতে না দিতেই লোকে আসরের নামাজ পড়িবার জন্য তাহাকে লইয়া গেল। সে মনে করিল, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্ত মনে হুক্কা পান করিবে, কিন্তু আসিবামাত্র জানিতে পারিল, মৌলবী সাহেব বড় মসজিদে কোরান করীমের 'দরস' দিবেন; সেজন্য সেখানে যাইতে হইল। প্রত্যাবর্ত্তন কালে মগ্‌রেবের নামাজের সময় উপস্থিত; মগ্‌রেবের নামাজের পর, হজরত মসিহ্-মাউদ (আঃ) উপবেশন করিলেন, সেও বসিয়া রহিল। সেখান হইতে আসিবার পর সে ভাবিল, এখন সে নির্ব্বিবাদে হুক্কা পান করিবে। অগ্নি ঠিক করিতে না করিতেই লোকে বলিল, 'এশার' আজান হইয়াছে, চল, নামাজ পড়িতে যাই।

বস্তুতঃ, সমস্ত দিবাভাগ, এমন কি রাত্রেও নিরুদ্বেগে বসিয়া হুক্কা পান করিবার সুযোগ তাহার ঘটিল না। প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই সে কাদিয়ান হইতে প্রস্থান করিল। সে বলিল, সে নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছে যে, কাদিয়ান মানুষের অধিবাসের স্থান নয়।

সময়ের সদ্ব্যবহার কর

এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করা যায় যে, মোসলমানদের মধ্যে সময় নষ্ট করিবার ব্যাধি কত মারাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাতে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই। অবশ্য যে সমস্ত উপায়ে সময় নষ্ট করা হয়, তাহা বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, কিন্তু সকলেই সময় নষ্ট করে এবং সকলেই শ্রমবিমুখ। আমি ধনীদরিদ্রে কোন পার্থক্য দেখি না। উভয় সম্প্রদায়ই সময়ের মূল্য বুঝে না।

আপনাদের ইহা উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক যে, প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রাণ গেলেও কার্য্য ত্যাগ করিতে নাই। ইহাতে ধন

দরিদ্রের কোন প্রশ্ন নাই। উভয়েরই এই নীতি পালন আবশ্যক, কিন্তু আমি দেখিতে পাই, ধনী কিম্বা দরিদ্র কেহই এই নীতি অনুসরণ করে না। আমি এসম্বন্ধে বারম্বার সতর্ক করিয়াছি।

উত্তমরূপে স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌তা'লা শুধু তাহাকেই কৃতকার্য্যতা প্রদান করেন, যাহারা কাজ করিতে অভ্যস্ত। জয়োন্মুখ জাতিরা শ্রম দেখিয়া ভয় পায় না। কোরান করীমে আল্লাহতা'লা বলেন,

والنشطات نشطا والسبحات سبحا

অর্থাৎ সর্ব্বদা তাহারাই কৃতকার্য্যতা লাভ করে, যাহারা বাধাবিপত্তি উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যত্নবান থাকে; যে পর্য্যন্ত বাধাসমূহ দূরীভূত ও কার্য্যের সাধন না হয়, তাঁহারা কার্য্য ত্যাগ করে না। তারপর তাঁহারা প্রতিযোগীতা পূর্ব্বক একে অপরাপেক্ষা কার্য্যে ব্রতী হন।

কেহ কেহ সাত আট ঘণ্টা কাল কার্য্য করিয়া প্রফুল্ল হয়। অথচ তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল এবং আমার মত রুগ্ন ব্যক্তিকেও বৎসরে অনেকবার ২১।২২ ঘণ্টা কাল কাজ করিতে হয়। আমি অনেক পর-ছিদ্রান্বেষীদিগকে বলিয়াছি, আমার সঙ্গে ১০ দিন কাজ করিয়া দেখ, কত কাজ করিতে হয়। কোন ধনী বলিতে পারে اما بنعمت ربک فحدث। (আল্লাহ্‌র দান প্রকাশ কর) বাণীতে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে উত্তম কাপড়চোপড় পরিতে অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু খোদা কোথায় বলিয়াছেন, "সময় নষ্ট কর?" সময় নষ্ট করিবার কোন ওজর চলে না। কেহ শুধু এইমাত্র বলিতে পারে যে, ইহা তাহার অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে।

আমি পুনরায় জমাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছি, তাহরিক জদীদ তোমাদিগকে সে পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য করিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত দিবা-রাত্রির ভেদাভেদ দূরীভূত না করিয়া তোমরা কাজ না কর, দিবারাত্রির ভেদ দূরীভূত করিয়া সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন না কর এবং এমন অভ্যাস গঠিত না কর যে, যে কাজ আরম্ভ কর, তাহা "মন্ত্রের সাধন বা শরীরের পতন" মন্ত্রানুযায়ী নির্ব্বাহ কর। যে পর্য্যন্ত কেহ আপনাকে বিলীন করিতে প্রস্তুত না হয়, সে পর্য্যন্ত কেহ জয়ী হইতে পারে না। তোমরা যতই আস্ফালন কর না কেন, তোমরা কখনো জয়ী হইতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত বিজয় লাভের জন্য আল্লাহতা'লার নিরূপিত বিধান অনুযায়ী তোমরা কার্য্যে ব্রতী না হও।

হজরত খলিফাতুল মসিহের (রাঃ) আদর্শ

অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। হজরত খলিফাতুল মসিহ আওল (রাঃ) আমাকে তীব্রভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি ৫ ঘণ্টা কি ৫½ ঘণ্টার অধিক শয়ন করিতাম না। বহুবার হজরত খলিফাতুল-মসিহ আওল (রাঃ) বলিয়াছেন, 'চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক দিয়া আমার পরামর্শ, ৭ ঘণ্টাপেক্ষা অল্প নিদ্রা গেলে আপনার স্বাস্থ্য টিকিতে পারে না,' কিন্তু আমি ৫ ঘণ্টা, কি ৫½ ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইতাম না।

এখন ত স্বাস্থ্য তেমন সহ্য করিতে পারে না; কিন্তু এখনো আমি পীড়িত না হইলে, ৭ ঘণ্টা কখনো শয়ন করি না। পীড়ার সময় ত মানুষ কখন কখন ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শয়ন করে। এরূপ অবস্থা বৎসরে আমার দুই চারি বারই হইয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায়, আমি ৬ ঘণ্টা কি পোনে ৬ ঘণ্টা শয়ন করি। যদিও কঠিন কাজের সময়, এখনো কোন কোন সময়, তিন চারি ঘণ্টার উর্দ্ধকাল, শয়ন করি না।

পরিশ্রমেই পুণ্যের অনুশীলন

জগতে সর্ব্বপ্রকার সফলতা পরিশ্রম ও কর্ম্মশীলতা দ্বারাই সম্ভবপর। পরিশ্রম ব্যতিরেকে 'নেকী' বা পুণ্যের অনুশীলন হইতে পারে না।

তাহরিক জদীদের অন্তর্গত বোর্ডিং স্থাপনে একমাত্র ইহাই আমার উদ্দেশ্য, যেন বীজ স্বরূপ কতিপয় শ্রমে-অভ্যস্ত যুবক উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের দ্বারা সমগ্র জাতিতে, এই অভ্যাস উৎপন্ন করা যায়।

এজন্য আমি আবার উপদেশ দিতেছি যে, শ্রমশীলতার অভ্যাস কর; বেকার থাকিবার অভ্যাস পরিহার কর। প্রয়োজনবিহীন মজলিস ও গল্পগুজবে কালহরণ করিয়া বা হুক্কাদি সেবনের ন্যায় অকর্ম্মণ্য অভ্যাসসমূহে লিপ্ত হইয়া সময় নষ্ট করিও না। চেষ্টা কর, যেন অধিক হইতে অধিক কাজ করিতে পার। কারণ আমাদের জন্য **অত্যন্ত সঙ্কটকাল** আসিতেছে।

এখন ভারতবর্ষে নূতন আইনের প্রচলন হইতেছে। ইহার ফলে ইংরাজের প্রভাব দেশ হইতে হ্রাস পাইবে। তোমরা জান গ্রামগুলিতেও তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়। যাহাদের প্রতি আহ্‌মদীদের 'এহসান' (অনুগ্রহ) থাকে এবং যাহারা আহমদিগণের প্রতি 'এহসান' করে এবং যেখানে পরস্পর অত্যন্ত সদ্ব্যবহার বিরাজমান, সেখানে কোন মৌলবী উপস্থিত

হইয়া কোন বক্তৃতা করিলে, ঐ সমস্ত মানুষই ক্ষেপিয়া যায়।

সুতরাং, উল্লিখিত অবস্থা উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে, তোমরা নিজেদের এস্‌লাহ বা আত্ম সংস্কার কর; পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস কর। নতুবা তোমাদের অবস্থা ঐ মেষের ন্যায় হইবে, যাহার জীবন সতত ব্যাঘ্রের কৃপার উপর নির্ভর করে। যে পর্য্যন্ত তোমরা সাহস, ধৈর্য্য ও প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যাঘ্র স্বরূপ না হও, সে পর্য্যন্ত তোমরা মেষ-স্বরূপ, তোমাদের জীবন সংশয়-পূর্ণ। খোদাতা'লা তোমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, চাও ত ব্যাঘ্র স্বরূপ হও। ব্যাঘ্র জঙ্গলে একাকী নিরাপদে থাকে, কিন্তু ১০।২০টি মেষও নিরাপদে বাস করে না।

দোয়ার জন্য আহ্বান

ইহার জন্য চেষ্টা কর এবং দোয়া কর। আমিও দোয়া করি, আল্লাহতা'লা তোমাদিগকে পরিশ্রম ও বহুকাজ করিবার শক্তি দিন এবং তোমরা খোদার ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সময় দিবার উপযোগী হও, যেন তোমরা অল্প হইয়াও বহু ব্যক্তির উপর প্রাধান্য লাভ কর—আমীন।

তাহরিক জদীদ *

তাহ্‌রিক জদীদ সংক্রান্ত খোৎবায় হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ (আইঃ) বলিয়াছেন :—

কোরবাণীর যোগ্যতা অর্জ্জন কর

"কোন কোরবাণী কাজে আসিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত তাহার জন্য পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়। ইহা বলা সহজ যে, আমার সব অর্থাদি সেল্‌সেলার জন্য হাজির, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক মানুষেরই খাওয়া পরা, গৃহাদি সংরক্ষণ, ভাড়া, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য কিছু না কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। অতঃপর, কিছুই সঞ্চিত থাকে না। এমন অবস্থায়, ইহা বলার কোন অর্থ নাই যে, "সব অর্থই হাজির।"

এইরূপ ত্যাগ বা কোরবাণী দ্বারা সেল্‌সেলা কোনরূপে উপকৃত হইতে পারে না। "আমার সমস্ত ধন সম্পদ সেল্‌সেলার জন্য হাজির"— এই কথাগুলি দ্বারা সেল্‌সেলা কিরূপে উপকৃত হইতে পারে, যখন 'সমস্ত ধন সম্পদে'র কোনই অর্থ নাই। যাহার আয় ১০০৲ টাকা এবং খরচও ১০০৲ টাকা, তাহার এরূপ উক্তির কোন মূল্য নাই, যে পর্য্যন্ত সে প্রথমতঃ খরচ কমাইয়া ১০০৲ টাকা হইতে ৯০৲ টাকায় আনয়ন করিতে না পারে। কোন ব্যক্তির যদি এক পয়সারও সম্পত্তি না থাকে এবং সে বলে যে, তাহার সমস্ত ধন হাজির, তবে এরূপ ব্যক্তি দ্বারা ইস্‌লামের কোন উপকার সাধন হইতে পারে না।

কোন কোন ব্যক্তি ভ্রম বশতঃ এরূপ উক্তি উপস্থিত করিয়া থাকে, কিন্তু ভাবিয়া দেখে না যে, সে কি পর্য্যন্ত কোরবাণী করিতে পারে। সুতরাং, যাহারা কোরবাণীর জন্য নিজেদিগকে উপস্থিত করে, তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাহারা কতটুকু কোরবাণী করিতে সমর্থ; কিম্বা কি পর্য্যন্ত তাহারা অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম। অতএব কোরবাণী করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম ব্যয় হ্রাস করিয়া কোরবাণীর যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে।"

(১) ব্যয় হ্রাস করিবার ৮টি পন্থা

(১) ভোজনে মাত্র এক ব্যঞ্জন (সালন) ব্যবহার করা।

(২) পোষাক পরিচ্ছদে সরলতাবলম্বন।

(৩) স্ত্রীলোকদের শুধু আবশ্যক মত কাপড় খরিদ করা। আবশ্যক ছাড়া অতিরিক্ত কাপড় খরিদ না করা।

(৪) লেস, ফিতা ইত্যাদি কদাচ ক্রয় না করা।

(৫) নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ না করা এবং পুরাতন অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ না করা (অবশ্য ভাঙ্গা অলঙ্কার মেরামত করা যাইতে পারে।)

(৬) সিনেমা, ও অন্যান্য তামাসা বর্জ্জন।

(৭) বিবাহের ব্যয় সঙ্কোচ।

(৮) সাজসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য্যের জন্য অযথা অর্থহানি না করা।

---

* ২৯ মে, ১৯৩৭ তারিখের দৈনিক 'আলফজল' হইতে মৌলবী আবু হামীদ মোহাম্মদ আলী আনওয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত।

(২) আমানত ফণ্ড

"জমাতে এক দল নিষ্ঠাবান লোক এমন হওয়া চাই, যাহারা আয়ের ১/৫ অংশ হইতে ১/৪ অংশ পর্য্যন্ত সেলসেলার কাজের জন্য ৩ বৎসর পর্য্যন্ত বয়তুল মালে জমা করিবে। ইহা এভাবে করিতে হইবে :—

বিভিন্ন চাঁদা স্বরূপ যত টাকা প্রদান করা হয়, কিম্বা অন্যান্য সওয়াবের কাজে যাহা ব্যয় করা হয়, কিম্বা দারুল-আন্‌ওয়ার কমিটির হিস্যা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তজ্জন্য যাহা দিতে হয় তৎ-সমুদয়ই (পত্রিকাদির মূল্য ব্যতীত) এই হিস্যা হইতে কর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ট অর্থ এই তাহ্‌রীকের আমানত ফাণ্ডে সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ার নিকট জমা রাখিতে হইবে।

দৃষ্টান্তস্থলে, এক ব্যক্তির আয় ৫০০৲ টাকা। সে একজন 'মুসি' (অর্থাৎ অসিয়্যত করিয়াছে)। সে দারুল-আন্‌ওয়ারের কাজেও মাসে ১০৲, ১২৲ টাকা ব্যয় করে। এ ব্যক্তির আয়ের ১/৫ অংশ ১০০৲ টাকা। অসিয়তের জন্য তাহার মাসিক দেয় ৫০৲ টাকা; দারুল-আন্‌ওয়ার কমিটির মাসিক প্রাপ্য ২৫৲ টাকা; কাশ্মির ফণ্ডের চাঁদা ও অন্যান্য নেক কাজে, সে ১২৲ টাকা ব্যয় করে; এই সবগুলি একুনে ৮৭৲ টাকা হয়। অতএব বাকী ১৩৲ টাকা এই ব্যক্তি এই তাহ্‌রীকের আমানত ফণ্ডে জমা রাখিবে। যদি সে ১/৪ অংশ দিবার অঙ্গীকার করে, তবে ১৩৲ + ২৫৲ = ৩৮৲ টাকা তাহাকে জমা দিতে হইবে। অঙ্গীকারকারী ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত এরূপ করিবে।"

(৩) বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হও

"বিপদকালে জাতির দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়া আবশ্যক। কোরান করীমে আল্লাহ্‌তা'লা মোসলমানগণকে বলেন,— 'যদি মক্কাতে তোমাদের বিরুদ্ধতা প্রবল হইয়া থাকে, তবে কেন বহির্দ্দেশে ছড়াইয়া পড় না ? যদি বিদেশে যাও, তবে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের উন্নতির বহু পথ খুলিয়া দিবেন।'

আমরা কিরূপে জানি যে, আমাদের **'মদিনা জীবন'** কোথা হইতে আরম্ভ হইবে ? কাদিয়ান অবশ্য আমাদের ধর্ম্ম-কেন্দ্র, কিন্তু আমাদের 'শওকত' ও 'তাকত' বা প্রভাব প্রতাপের কেন্দ্র কোথায় হইবে তাহা আমরা জানি না। ইহা ভারতবর্ষের অন্য কোন সহরেও হইতে পারে ; চীন, জাপান ফিলিপাইন, সুমাত্রা, জাভা, রুষ, আমেরিকা, বস্তুতঃ দুনিয়ার যে কোন দেশে হইতে পারে।

অতএব যখন আমরা জানিতে পারিলাম যে, লোকে অকারণ জমাতকে অপমানিত ও দলন করিতে চায়, তখন আমাদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বাহিরে যাওয়া এবং কোথায় আমাদের **'মদিনা জীবন'** আরম্ভ হয়, তাহা অনুসন্ধান করা।

ধর্ম্ম-মণ্ডলীদিগকে নিশ্চিতই এক সময়ে জগতের কামানাগার সমূহের সম্মুখে দাঁড়াইতে হয়। অত্যাচার উৎপীড়নমূলক তরবারীর ছায়া ব্যতীত কোন ধর্ম্মমণ্ডলী উন্নতি করিতে পারে না। এজন্য বিভিন্ন দেশে শাখা প্রশাখা থাকা দরকার, যেন এক স্থানে নিপীড়িত হইলেও অন্যত্র নির্ব্বাদে উন্নতি করা যায়।

বস্তুতঃ, 'সেলসেলা আহ্‌মদীয়া' কুত্রাপি আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারে না। এজন্য যে পর্য্যন্ত আমরা সমস্ত দেশ সমূহে আমাদের জন্য স্থান অনুসন্ধান না করি, আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি না। আমাদের অবস্থা সেই ভিক্ষুকের ন্যায় যে প্রত্যেক দ্বারে উপস্থিত হয়। আমাদের উচিত, আমরা জগতে নূতন নূতন পন্থা অন্বেষণ করি এবং নব নব দেশে যাইয়া তবলীগ করি। আমরা কিরূপে জানি, কোথায় লোকে দলে দলে সেলসেলায় প্রবেশ করিবে ?

আমাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, রীতিমত মিশন স্থাপন করা বহু ব্যয়সঙ্কুল। এনিমিত্ত আমার ব্যবস্থা এই যে দুই জন, তিন জন করিয়া লোক নব নব দেশ সমূহে প্রেরণ করিব। তাঁহাদের মধ্যে এক জন থাকিবেন ইংরাজী শিক্ষিত এবং অন্য জন থাকিবেন আরবী শিক্ষিত।

প্রথমতঃ, এমন লোক তালাস করিতে হইবে, যাহারা সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিক খরচ স্বয়ং বহন করিয়া আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী যাইয়া কাজ করিবে। দৃষ্টান্ত স্থলে, শুধু ভাড়া গ্রহন করিবে, অন্য খরচ চাহিবে না ; কিম্বা ভাড়াও স্বয়ং নির্ব্বাহ করিবে।"

(৪) প্রত্যেক আহ্‌মদী তবলীগের জন্য সময় ওয়াক্‌ফ কর

"যদি আমরা এক দিকে তবলীগের প্রতি মনোনিবেশ করি তবে অন্য দিক শূন্য থাকে। অতএব এরূপ এক Reserved Force 'রক্ষিত বাহিনী' থাকা দরকার যাহা আবশ্যকমত কাজে লাগান যায় এবং মোবাল্লেগগণ ব্যতীত তাহাদের দ্বারাও আবশ্যক পূরা করা যায়। যদি এরূপ ৪০০ জন বন্ধু নিজদিগকে উপস্থিত করেন, তবে ৫০ জন মোবাল্লেগ এক সময়ে সারা বৎসর কাজ করিতে পারিবে। এভাবে তবলীগের জন্য উত্তম শক্তি লব্ধ হইবে।"

(৫) যুবকগণ জীবন উৎসর্গ কর

"এমন যুবকগণ নিজদিগকে উপস্থিত কর, যাঁহারা ৩ বৎসরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারে।'

(৬) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আহবান

"পদ ও বিদ্যার দিক দিয়া যাঁহাদের কোন সামাজিক মর্য্যাদা আছে, অর্থাৎ ডাক্তার, উকীল, কিম্বা এরূপ সম্মানিত ব্যবসা বা চাকুরীতে যাঁহারা আছেন, এরূপ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে পেশ করিবেন, যেন বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মোবাল্লেগণ ছাড়া তাঁহাদিগকে পাঠান যায়।

(৮) পেন্‌সন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দীনের খেদমত করুন

"অনেকে পেন্‌সন গ্রহণ করিয়া কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। খোদা তাঁহাদিগকে সুযোগ দিয়াছেন, ক্ষুদ্র সরকার হইতে পেন্‌সন গ্রহণ করিয়া বড় সরকারের কাজ করিবার জন্য, অর্থাৎ দীনের খেদমত করিবার জন্য; ইহাপেক্ষা তাঁহাদের জন্য উত্তম বিষয় আর কি হইতে পারে? এমন অনেক আছেন, পেন্‌সন গ্রহণ করিবার পর গৃহে তাঁহাদের কোন কাজ থাকে না। আমি তাঁহাদিগকে বলি, দীনের খেদমতের জন্য নিজেদিগকে উৎসর্গ করুন।"

(৯) শিক্ষার জন্য ছেলেদিগকে কাদিয়ান প্রেরণ করুন

"কাদিয়ানের বাহিরের বন্ধুগণ তাঁহাদের সন্তানদিগকে কাদিয়ান হাই স্কুল কিম্বা আহমদীয়া মাদ্রাসায়, যেখানেই ইচ্ছা, শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরণ করুন।"

(১০) সদর হইতে উচ্চ শিক্ষার পরামর্শ গ্রহণ করুন

"সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিতে চান, তাঁহাদিগকে আমি বলি, তাহারা ছেলেদের ইচ্ছানুযায়ী, কিম্বা বন্ধুবান্ধবের পরামর্শানুযায়ী তাহাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত না হইয়া সেলসেলার পরামর্শানুযায়ী ভবিষ্যৎ শিক্ষা প্রদান করিবেন।"

(১১) বেকার যুবকদের কর্ত্তব্য

"যে সকল যুবক গৃহে বেকারাবস্থায় থাকিয়া পিতা মাতার ভাত উড়াইতেছে এবং পিতা মাতাকে ঋণগ্রস্ত করিতেছে, তাহাদের উচিত, গৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া যাওয়া। বিদেশে শতকরা ৯৯ স্থলে কৃতকার্য্যতার আশা করা যায়। কেহ আমেরিকায়, কেহ জার্ম্মাণীতে, কেহ ফ্রান্সে, কেহ ইংলণ্ডে, কেহ ইটালীতে, কেহ আফ্রিকায় গমন কর। কোথাও না কোথাও যাইয়া ভাগ্য পরীক্ষা কর।"

(১২) স্বহস্তে কার্য্য কর

"জমাতের বন্ধুগণ স্বহস্তে কাজ করিতে অভ্যাস করুন।"

(১৩) বেকার থাকিবে না

"কোন আহমদী বেকার থাকিবেন না। নিশ্চয়ই কোন না কোন কাজ করিবেন।"

কাদিয়ান গৃহ-নির্ম্মান

'বন্ধুগণ কাদিয়ান বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিবেন।"

(১৫) দোয়া করা

সকল আহমদিগণই সিলসিলার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিবেন।

আহ্‌মদীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন।
প্রত্যেক শিক্ষিত ভ্রাতা স্বয়ং গ্রাহক হউন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্নের উত্তর

উত্তর-বঙ্গ আহ্‌মদীয়া কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ *

প্রিয় ভ্রাতাগণ!

আপনাদের মধ্যে যাহারা সংবাদ পত্র পড়িয়া থাকেন এবং জগতের চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলীর সংবাদ রাখেন তাহারা জানেন যে, বর্ত্তমানকালে এক দিকে নাস্তিকতা এবং অধার্ম্মিকতার প্রবল বন্যা চলিলেও অন্যদিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা এবং গবেষনাও চলিয়াছে। একদিকে রুশিয়ার Anti-God Campaign (আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযান) এবং জারমানের Back to Paganism Movement (অর্থাৎ পৌত্তলিকতার আন্দোলন) আমাদিগকে স্তম্ভিত করিলেও অন্য পক্ষে নানা দেশে ধর্ম্মের আন্দোলন এবং সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের পরিকল্পনা ও চেষ্টা দেখিয়া মনে স্বতঃই আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। মানব হৃদয়কে সম্পূর্ণ ভুতে পায় নাই, তাহাতে এখনও খোদার স্থান আছে, তাঁহার স্মরণে তাঁহার ডাকে মানব হৃদয় এখনও সাড়া দিয়া থাকে—ইহা কম সুখের বিষয় নহে! গতবৎসর লণ্ডনে বিভিন্ন ধর্ম্মের এক কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। গত মার্চ্চ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় এক Parliament of Religions বা ধর্ম্ম-মহাসভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দেশের ও বিদেশের বহু শিক্ষিত ও বরণীয় ব্যক্তি যোগ দান করিয়াছিলেন এবং সাত দিবস ধরিয়া বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক প্রবল উৎসাহ ও আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই Parliament বা মহাসভার সমীপে মহাত্মা গান্ধি দাক্ষিনাত্য হইতে একটি প্রশ্ন প্রেরণ করেন। ছেলেবেলা শুনিয়াছিলাম বকমুনি নাকি কোন তৃষ্ণাতুর পথিককে জল পান করিতে অনুমতি দিবার পূর্ব্বে এইরূপ প্রশ্ন সমাধান করিতে দিয়াছিলেন এবং প্রশ্নের সমাধান না করিলে জল পান করিতে দেন নাই। সে দিন সেই Parliament এর সম্মুখেও তদ্রূপ এক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রশ্নটী এই :—

"বিভিন্ন ধর্ম্মগুলি কি সকলই সমান, যেমন আমার বিশ্বাস, অথবা কোন এক বিশেষ ধর্ম্মে সত্য নিবদ্ধ, অন্যান্য ধর্ম্মগুলি হয় মিথ্যা, না হয়, সত্য ও মিথ্যায় সংমিশ্রিত?"

প্রশ্নটী বেশ পরিষ্কার; কিন্তু হইার উত্তরে সেদিনের সভাপতি Sir Francis Young Husband মহোদয় যে মীমাংসা দিয়াছেন তাহা একেবারেই পরিষ্কার নয়। তিনি উত্তর দেন :—

"যেমন প্রত্যক সন্তানই মনে করে যে তাহার মাতাই জগতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাতা, তেমনি আমার মতে আমরা সকলেই মনে করি যে আমাদের নিজ নিজ ধর্ম্মই জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। আমি নিজেও স্বভাবতঃ ইহাই মনে করি যে আমার ধর্ম্মটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যদিও আমি আমার এই মতকে যতদূর সম্ভব নিজের মনেই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। তাই এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে আমরা সকলেই আমাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করি, তবু আমরা উপলব্ধি করি যে বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে এক মৌলিক একতা আছে।"

অদ্য আমার লেকচারের প্রারম্ভে আমি Sir Francisএর এই উত্তরটী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আমার বিবেচনায় তিনি মহাত্মাজীর প্রশ্নটীর যথাযথ উত্তর দেন নাই এবং তদহেতু ধর্ম্ম মহাসভাও সত্যের জল পান করিতে বঞ্চিত রহিয়া গিয়াছে।

মাহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"সকল ধর্ম্মই কি সমান?" ইহার সহজ অর্থ একই হওয়া সম্ভব যে, সকল ধর্ম্মই কি সত্য ও মিথ্যায় সংমিশ্রিত? কারণ যে ক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান এবং সেই বৈষম্যগুলি কোন কোন স্থলে পরস্পর সম্পূর্ণ Contradictory বা বিপরীত, সে ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে একথা বিশ্বাস করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে যে, তদ্রূপ ধর্ম্মগুলি সকলগুলিই পূর্ণ সত্য।

* বিগত ২৩শে মে, ১৯৩৭ তারিখে বগুড়ায় উত্তর-বঙ্গ আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্সের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার মাননীয় আমীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী মহোদয় এই অভিভাষণ প্রদান করেন।

ইসলাম বলে, খোদা এক ; খৃষ্ট ধর্ম্ম বলে, খোদা তিন ; হিন্দু ধর্ম্ম বলে, খোদা বহু। আবার হিন্দু ধর্ম্মে অন্ততঃ এক শ্রেণীর মত এই যে, জগতে বারবার অবতার আসিয়া থাকেন। ইসলাম ধর্ম্মও—অন্ততঃ আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের মতে—শিক্ষা দিয়া থাকে যে, জগতে সত্যের জ্যোতিঃ ম্লান হইলে আল্লাহ্‌ তাঁহার নবী পাঠাইয়া পুনরায় ধর্ম্ম স্থাপন করেন, কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্ম বলে যে, যিশুই খোদার একমাত্র ঔরসজাত পুত্র, (নাউজোবিল্লাহ্‌)। আবার পরকাল সম্বন্ধেও, এক শ্রেণীর হিন্দু বলে যে, পাপের ফলে মানবকে শাস্তি ভোগের জন্য এই জগতে পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয়। খৃষ্টান বলে, পাপীকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হয়। ইসলাম বলে, পাপীকে এক দীর্ঘ কাল নরক যন্ত্রনা ভোগ করিয়া শেষে আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় সকল মানবই 'নাজাত' বা মোক্ষ লাভ করে। আবার হিন্দু ধর্ম্ম বলে মানবের মধ্যে বর্ণাশ্রম ভেদ আছে ; কিন্তু ইসলাম এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম ইহার বিপরীত শিক্ষা দিয়া থাকে। এমতাবস্থায় সকল ধর্ম্মই যে পূর্ণ সত্য, তাহা কখনও বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং সকল ধর্ম্ম সমান বলিতে আমাদিগকে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সকল ধর্ম্মই সত্য ও মিথ্যায় সংমিশ্রিত। মহাত্মাজী 'মহাসভা'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার তদ্রূপ বিশ্বাস শুদ্ধ, কি ভ্রান্ত ? যদি ভ্রান্ত হয় তবে কি মহাসভার মতে কোন এক ধর্ম্মে সত্য নিবদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্ম্মগুলি সত্য ও মিথ্যাতে সংমিশ্রিত ?

Sir Francis এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া পাশ কাটিয়াছেন। তিনি বলিতে চান যে, বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ জানিবার উপায় নাই। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করে। একথা শুনিতে মধুর হইলেও একদিকে ইহা যেমন ভিত্তিহীন অন্যদিকে তেমন মানবের অভিজ্ঞতার বিপরীত। কারণ, শিশু নিজ মাতাকেই জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাতা মনে করিলেও একটু বয়স্ক হইলেই নিজের এবং পরের মাতার মধ্যে তুলনা করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে এবং বাস্তবিক তুলনা করিয়াও থাকে। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানকে ভালবাসি ; তাই বলিয়া কি Baby Show দিবসে সকল Prize গুলি নিজের ছেলে মেয়েকেই দিয়া থাকি ? মানবের বিচার-শক্তি তাহার অপত্যস্নেহ ও মাতাপিতার প্রতি ভালবাসাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। অতএব কোন কোন মানবের পক্ষে নিজের এবং অপরের পিতামাতা বা সন্তানের মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করা অসম্ভব নহে। Sir Francis কি বলিতে চান যে, মানব ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বদাই শিশু-অবস্থা ও শিশু-ভাবাপন্নই থাকিয়া যায় ? কই, আমরা বাস্তব জীবনে তাহার বহু বিপরীত দৃষ্টান্তও তো দেখিতে পাই। প্রতিদিন কত ব্যক্তি নিজ নিজ পুরাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে ! ইহারা যে সকলেই ভণ্ড, তদ্রূপ মনে করিবার কারণ নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পুরাতন ধর্ম্মের গুণাগুণ নিজ ক্ষমতানুসারে বিচার করিয়া এবং তাহাদের নব-গৃহীত ধর্ম্মের সহিত পুরাতন ধর্ম্মের তুলনা করিয়া তাহাদের বিচারের ফলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব বুঝা যায় যে, কি নিজ মাতার বিচার করিতে কি নিজ ধর্ম্মের বিচার করিতে, সাধারণ জ্ঞানী মানবও গুণের তারতম্য বেশ বুঝিতে পারে। Sir Francis কেবল মাত্র তাহার শ্রোতাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্যই বোধ হয় এই সত্যের উপেক্ষা করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মের মধ্যে এক মৌলিক একতা আছে, একথা বলিতে এই প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হয় না। সকল মাতৃ-হৃদয়েই স্নেহ ও প্রেম আছে, একথা স্বীকার করিলেও, বিভিন্ন মাতার গুণের তারতম্য অস্বীকার করা হয় না।

এখন যদি Sir Francisএর অভিমত সত্য হয়, তবে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে সকল ধর্ম্মই সত্য মিথ্যায় সংমিশ্রিত। তদ্রূপ বিশ্বাস আমাদিগকে কিরূপ ভয়ানক অবস্থায় উপনীত করে ! আমরা ধর্ম্মের নামে কতকগুলি মিথ্যা সংস্কারের অনুকরণ করিতেছি, একথা কল্পনা করিতেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। মিথ্যা সকল অনর্থের মূল। মিথ্যার অনুসরণ করিলে ধ্বংস অনিবার্য্য। এমতাবস্থায় কোন ধর্ম্মই পূর্ণ সত্য নহে, সকল ধর্ম্মই সত্য মিথ্যার মিশ্রিত, এরূপ বিশ্বাস কোন প্রকৃত আস্তিক ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সত্যই এরূপ ধারণা পোষণ করে সে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নাই। তাহার নিকট ধর্ম্ম বিশ্বাস সত্য বা মিথ্যা হওয়া একটী সামান্য ব্যাপার মাত্র। তাহার পক্ষে ধর্ম্ম মাত্র লেকচার হলের বা ক্লাস-রুমের গবেষণার সামগ্রী ; জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, বাক্য, ও কার্য্যের অহরহঃ নিয়ন্ত্রনকারী নহে।

ধর্ম্ম মানবের সব চেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ইহা তাহার পার্থিব জীবনের একমাত্র কাণ্ডারী এবং অনন্ত জীবনের একমাত্র সহায়। অতএব জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানব জানিয়া শুনিয়া ধর্ম্মের নামে কোন মিথ্যা সংস্কার পোষণ করিতে পারে না। তাই স্বতঃই মানব বিশ্বাস করিতে চায় যে, সে যে ধর্ম্ম অনুসরণ করে তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

এখন চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, কোন অনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ সত্য অর্থাৎ মানবের হিতকর বা উপযোগী, হওয়া কি সম্ভব? অবশ্য মানব সম্পর্কীয় সকল বিষয়ই দেশ, কাল ও অবস্থার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে বাধ্য,—অর্থাৎ কোন ধর্ম্ম এক দেশের, বা এক কালের, বা এক অবস্থার জন্য সত্য হইলেও দেশ, কাল বা অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহা অসত্য হইতে পারে।

এই বাহ্য জগৎ আধ্যাত্মিক জগতের নিদর্শন বা অভিব্যক্তি মাত্র। তাই বাহিক জগতের উদাহরণ দেখিয়া আমরা আধ্যাত্মিক জগতের কার্য্য পদ্ধতি বুঝিতে পারি। বাহিক জগতে আমরা দেখিতে পাই যে চতুর্দ্দিকে অপূর্ণতার মধ্যেও পূর্ণতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বভাবতঃ প্রায়শঃই মিশ্রিত অবস্থাতেই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া জগতে খাঁটি স্বর্ণ বা রৌপ্য পাওয়া যায় না, এমত নহে। অবশ্য খাঁটি দ্রব্য বিরল। তেমনি মানবের মধ্যেও অনেকেই ভালমন্দ গুণে মিশ্রিত, কিন্তু তাই বলিয়া জগতে যে আদর্শ মানব নাই তাহা নহে। তেমনি অনুষ্ঠানিক ধর্ম্মগুলির মধ্যে অনেকগুলিই আংশিক সত্য হইলেও কোনটী যে সম্পূর্ণ সত্য হইবে তাহা আর বিচিত্র কি! কারণ সেই আদর্শ মানবদিগের জীবনের পথই ধর্ম্ম। তাহারা যে সূত্র অনুসরণ করিয়া এবং যে প্রনালী অবলম্বন করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাই তাহাদের নিজের এবং তাহাদের সমাজের ধর্ম্ম।

এই তত্ত্ব কেবল আমাদের যুক্তির ফল নহে; কারণ আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে এরূপ আদর্শ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা নিজ নিজ সমাজকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, "আমার পথই সত্য ধর্ম্ম-পথ এবং সেই পথেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত আছে।" হজরত মুসা, হজরত ঈসা, হজরত কৃষ্ণ, হজরত বুদ্ধ বা হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) সকলেই এই দাবী করিয়াছেন।

هذا صراط مستقيم - فاتقوا الله واطيعون (العمران ع ٥)

ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দান করে যে, সমাজের যে সকল লোক তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কবিয়াছে তাঁহারাই সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী হইয়াছে। হজরত মুসার (আঃ) পর তাঁহার অনুসরণকারিগণ অচিরেই নীতি, জ্ঞান, ধন, এবং মানে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। পক্ষান্তরে তাঁহার শত্রু মিশরের পরাক্রান্ত সম্রাট ফেরাউন এবং তাহার দল ধ্বংসে পতিত হইয়াছিল। তেমনি হজরত ঈসার (আঃ) পরও শীঘ্রই তাঁহার উম্মৎগণ জগতে ক্ষমতা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। হজরত কৃষ্ণের (আঃ) ইতিহাস তো আরও পরিষ্কার। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর তাঁহার অনুসরণকারিগণ দেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং বিপক্ষগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। হজরত বুদ্ধের (আঃ) অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। সম্রাট অশোকের কথা ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। হজরত মোহাম্মদ সম্পর্কে তো আমরা এই নিয়মের কার্য্য আরও পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাই। যে দল তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা অচিরেই জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং বিপক্ষাচারিগণ পরাভূত ও লাঞ্ছিত হয়।

অতএব একদিকে যুক্তি অন্যদিকে ইতিহাসের সাক্ষ্য এক বাক্যে প্রমাণ করে যে, জগতে সত্য ধর্ম্ম, অর্থাৎ সমাজের পূর্ণ হিতকর এবং পূর্ণ উপযোগী ধর্ম্ম পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব।

এসম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা এই যে, সত্য ধর্ম্ম আল্লাহ্‌র দান, মানবের মস্তিষ্ক-প্রসূত নহে। قل ان الهدى هدى الله (العمران ع ٨) যেমন ক্ষুধা নিবারণের জন্য আল্লাহ্ মানবকে খাদ্য দিয়াছেন, তাহার পিপাসা নিবারণের জন্য জল দিয়াছেন, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য বায়ু দিয়াছেন, তেমনি তাহার আত্মার জীবন ও উন্নতির জন্য তিনি ধর্ম্ম দিয়াছেন। খোদাতালা জগতকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্ট করেন নাই। ইহা তাঁহার ক্রীড়া বা লীলা নহে।

وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا - ذالك ظن الذين كفروا (ص ع ٣)

এই সৃষ্টিতে গভীর ও গুরু উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট আছে। الم تر ان الله خلق السموت والارض بالحق (ابرهيم ع ٣) তিনি মানবকে তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (الذريت ع ٣) এই পিপাসা, এই আকাঙ্খা স্বতঃই মানব-হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া থাকে। তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গে তাহার হৃদয়ে সে জ্ঞান নিবদ্ধ রাখা হইয়াছে; الست بربكم قالوا بلى —তাই তাঁহার অভাবে মানব-হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন জগতকে সর্ব্বদা মুখরিত করিতেছে।

اياك نعبد واياك نستعين - اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم -

শ্রীরামমোহন রায়ের ধর্ম্ম-বিচার, শ্রীকেশব চন্দ্র সেনের ধর্ম্ম-সংস্কার, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মা মা চিৎকার, মানবহৃদয়ের

সেই আকুল ক্রন্দনের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। আমরা তোমাকেই পাইতে চাই এবং তজ্জন্য তোমারই সাহায্য চাই। আমাদিগকে তোমাকে পাইবার সরল পথ দেখাও, যে পথে তোমার অনুগৃহীত মহাজনগণ গিয়াছেন। এই পথই আল্লাহ্‌কে পাইবার পথ। ان ربی علی صراط مستقیم (هود ع ۵) এই পথ কে দেখাইবে? وعلی الله قصد السبیل ومنها جائر (نحل ع ۱)

অর্থাৎ "মধ্যপথ বা সত্যপথ প্রদর্শন করা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য পথ বক্রপথ। এই সরল পথই মানবের অনুসরণের উপযুক্ত। অন্য পথ মানবকে আল্লাহ্‌ হইতে দূরে লইয়া যায়।"

وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه - ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله - ذالکم وصکم به لعلکم تتقون * (الانعام ع ۱۹)

অর্থাৎ "এই ইসলামই একমাত্র সরল পথ, মানবের তাহাই অনুসরণ করা আবশ্যক। অন্য কোন পথ অনুসরণ করিলে তাহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। মহাত্মাজীর প্রশ্নের ইহাই আমাদের উত্তর।"

মানব মস্তিষ্ক-প্রসূত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইসলাম বলে যে, সেগুলি ধর্ম্ম-নামেরই উপযুক্ত নহে, কারণ সেগুলি নিশ্চিত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, মাত্র মানবের ধারণা বা কল্পনার উপরই স্থাপিত।

وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیأ (یونس ع ۴)

অর্থাৎ "অধিকাংশ মানব কেবল ধারণা বা কল্পনারই অনুসরণ করিয়া থাকে। নিশ্চয় কল্পনা কখনই সত্যের সমকক্ষ হইতে পারে না।"

وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون (الانعام ع ۱۴)

অর্থাৎ "তোমরা গরিষ্ঠ দলের অনুসরণ করিলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পধ হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে, তাহারা ভিত্তিহীন ধারণা বা কল্পনার অনুসরণে রত, তাহাদের সকল দাবী মিথ্যা।"

অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, সকল জাতির মধ্যেই খোদাতা'লা রসুল বা অবতার পাঠাইয়াছেন।

لکل امة رسول (یونس ع ۵)

এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে খোদাতালার রসুল আসেন নাই।

وان من امة الا خلا فیها نذیر (فاطر ع ۳)

সেই রসুলদিগের সঙ্গে খোদতা'লা কেতাব বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র নাজেল (অবতীর্ণ) করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্ধানের পর তাঁহাদের উম্মতগণ পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মে মতবৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে। তখন খোদাতা'লা তাহাদের মধ্যে মাহ্‌দী নাজেল করিয়া দেন, যিনি তাঁহার প্রতি বিশ্বাসীদিগকে পুনঃ সরল পথ দেখাইয়া দেন।

এই প্রাকর মাহ্‌দীর হজরত রসুল করীমের (সাঃ) পূর্ব্বে সকল ধর্ম্মেই উদ্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই যে বেদ নাজেল হইবার পরেও শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বেদের আদেশ মানিয়া চলিয়াছেন। তেমনি ঈহুদীদিগের মধ্যেও হজরত মুসার (আঃ) সহিত তৌরিৎ কেতাব নাজেল হইবার পর অনেক নবী আসিয়াছেন, যাহারা সেই উম্মতের মাহ্‌দী ছিলেন এবং সেই উম্মতকে সেই ধর্ম্ম-শাস্ত্র তৌরিতের প্রদর্শিত পথই দেখাইয়াছেন।

کان الناس امة واحدة فبعث الله النبین مبشرین ومنذرین - وانزل معهم الکتب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه ط وما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینت بغیاً بینهم ج فهدی الله الذین امنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه ط والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم * (البقرة ع ۲۵)

কোন ধর্ম্মে যে পর্য্যন্ত এইরূপ মাহ্‌দীর উদ্ভব হইতে থাকে তৎকাল পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম থাকে; কিন্তু কোন কোন সময় এরূপ ঘটে যে কোন জাতির অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ তাহাদের পুরাতন ধর্ম্ম দ্বারা আর তাহাদের অভাব পূর্ণ হয় না। মানবজাতির জ্ঞান বৃদ্ধির ইতিহাসও ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাসেরই অনুরূপ। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য অবস্থা যেমন কোন এক ব্যক্তির আছে তেমনি মানব জাতিরও আছে। শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অবস্থায় মানবের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং যৌবনের শেষে প্রায় সকলের জ্ঞানার্জ্জন শেষ হইয়া থাকে। যৌবনের শেষে বা প্রৌঢ়াবস্থায় মানব যে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাহাই সে তাহার অবশিষ্ট জীবনে ব্যবহার করিয়া থাকে। তেমনি স্কুল কলেজে আমরা দেখিতে পাই যে ছাত্রদিগের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পাঠ্য পুস্তক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত না তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্তরকে উপস্থিত হয়। তাই খোদাতা'লা ধর্ম্ম

সম্বন্ধে বলিতেছেন—

ما ننسخ من ايه او ننسها نات بخير منها او مثلها ط (البقره ع ١٣)

"যখনই আমি কোন পুরাতন নিদর্শন রহিত করি বা ভুলাইয়া দেই, আমি তদোপেক্ষা উত্তম বা তদ্রূপ কোন নিদর্শন অবতরণ করিয়া থাকি।" তদ্রূপ নূতন কোন নিদর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্র অবতীর্ণ হইলে পুরাতন শাস্ত্রটী রক্ষা করিবার আর কোন আবশ্যকতা থাকে না। তাই তখন সেই সকল ধর্ম্মে মাহ্‌দী বা সংস্কারকের আবির্ভাব খোদাতা'লা বন্ধ করিয়া দেন এবং সেই সকল ধর্ম্ম তদ্রূপ আল্লাহ্‌র প্রেরিত সংস্কারকের অভাবে অন্ধকার হইতে অধিক অন্ধকারে পতিত হইতে থাকে। মানব নিজ বুদ্ধির সাহায্যে যতই ইহাকে সংস্কার করিবার চেষ্টা করে ততই সেই ধর্ম্মের মধ্যে নূতন নূতন দুর্ব্বলতা ও দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন বৃদ্ধের পক্ষে চক্ষে চশমা, মুখে পাথরের দাত ও কানে মাইক্রোফোনের সাহায্যে যৌবন লাভ করিবার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হইয়া থাকে তেমনি সেই ধর্ম্মের পক্ষে সংস্কারের দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করিবার চেষ্টাও বিফল হয়।

ইসলাম দাবী করে যে, অন্যান্য ধর্ম্ম জাতিবিশেষের সেই অস্থায়ী অবস্থায় তাহাদের অভাব মোচন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু যখন সেই জাতি বা মানব-জাতি যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ে পা দিয়াছে তখন তাহার অভাব মোচন করিবার জন্য আল্লাহ ইসলাম ধর্ম্ম বা কোরান অবতীর্ণ করেন। তাই ইসলামের অভ্যুদয়ের পর অন্যান্য ধর্ম্মে কোন নবী বা মাহ্‌দীর আবির্ভাব আমরা দেখিতে পাই না। ইসলামের অভ্যুদয়-কাল হইতে মানব-জাতির শেষ পর্য্যন্ত এই ইসলাম ধর্ম্মই তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিতে পারিবে। সেই জন্যই একদিকে আল্লাহ্‌তালা ইসলামকে অন্য সকল ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত সার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা, وهذا الكتاب انزلناه مبارك مصدق الذين بين يديه (الانعام ع ١١)

"এই কোরান আমি মোবারক (মঙ্গলময়) করিয়া নাজেল করিয়াছি, ইহা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির 'তছদিক' (সত্যতা সপ্রমাণ) করিয়া থাকে। 'মোবারক' শব্দের এক অর্থ যাহার কল্যাণ কখনও শেষ হয় না। কোন নিম্নভূমি যেখানে চারিদিকের জল আসিয়া জমে তাহাকেও 'মোবারক' বলে। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ এই যে, কোরানে পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রগুলির শিক্ষা একত্রিতরূপে সন্নিবেশিত আছে এবং ইহার কল্যাণ কখনও শেষ হইবার নহে।

فيها كتب قيمه

আবার রসুল করীমকে (সাঃ) খোদাতা'লা বলিতেছেন,—

اولئك الذين هدى الله فبهدهم اقتده (الانعام ع ١٠)

"উপরোক্ত নবিগণকে খোদাতা'লা হেদায়েত করিয়াছেন তুমি তাহাদের হেদায়েতের অনুসরণ কর, অর্থাৎ তাহাদের সকলের গুণসমষ্টি একবারে ধারণ কর।" আবার মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন,—

لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات (البقره ع ١٨)

"প্রত্যেক (উম্মতের) জন্য এক এক বিভিন্ন লক্ষ্য বা আদর্শ আছে, তোমরা সকল প্রকার কল্যাণের দিকে ধাবিত হও।"

এই অর্থেই আহমদিগণ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাকে (সাঃ) خاتم النبيين বিশ্বাস করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি সকল নবীদিগের বিভিন্ন গুণের একাধারে প্রকাশ ও পরাকাষ্ঠা।"

আবার ইসলাম ইহাও শিক্ষা দেয় যে, রসুল করীমের (সাঃ) পূর্ব্বে এক এক ধর্ম্ম এক এক জাতি বিশেষের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল। যথা তৌরিত ইহুদী জাতির জন্য, বেদের ধর্ম্ম আর্য্যদিগের জন্য। কারণ মানবের শৈশব অবস্থায় প্রত্যেক জাতির জন্য উপযোগী শিক্ষা বিভিন্ন প্রকার হওয়া আবশ্যক ছিল। যেমন ছোট ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য সকলকে একত্রে শিক্ষা না দিয়া প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত, কিন্তু, ছাত্র বয়সে ও বুদ্ধিতে অগ্রসর হইলে ছাত্রকে একত্রে শিক্ষা দেওয়াতেই অনেক সুবিধা হয়। তাই এক দিকে কোরান হজরত মুসা, হজরত ইসা ও হজরত সোয়েব (আঃ) ইত্যাদি নবিগণের সম্বন্ধে বলিতেছে যে, তাঁহারা নিজ নিজ জাতির জন্য আসিয়াছিলেন, অন্য দিকে রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে বলিতেছে যে তিনি সকল মানবের জন্য আসিয়াছিলেন।

يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا (الاعراف ع ٢٠)

وما ارسلناك الا كافة للناس (سبا ع ٣)

এই দুই দাবী যে,—রসুল করীম (সঃ) একাধারে ঐ সকল নবীর গুণে ভূষিত এবং তিনি সকল মানবের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, সেই প্রথম দাবীরই পোষণ করে যে ইসলাম মানবের পূর্ণ ও শেষ ধর্ম্ম। ইসলামের গভীরতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহাতে সকল ধর্ম্মের শিক্ষার সার একত্রিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহা কোন এক দেশের বা এক জাতির নহে; ইহা সারা জগতের এবং সকল মানবের। একটি কথা বলিতে রহিয়া গিয়াছে,—ইহার স্থায়ীত্ব। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কোন নবীর অন্তর্ধানের পর তাঁহার উম্মতগণ পরস্পর হিংসা ও বিরোধ বশতঃ সেই নবীর ধর্ম্মে বিভেদ ও নানা গ্লানির সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইসলাম সম্বন্ধেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। হজরত রসুল করীমের (সাঃ) অন্তর্ধানের অল্প দিন পরেই শীয়া সুন্নির প্রভেদ আরম্ভ হয় এবং

অচিরেই আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিরোধীয় হাদীস প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। তারপর এক শতাব্দী পার হইতে না হইতেই সেই ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হয় যাহাকে হজরত রসুল করীম (সাঃ) 'ফেজ-আউজ' অর্থাৎ বক্রকাল নামে অভিহিত করিয়াছেন—যাহার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার সহিত এবং তৎকালীন সমাজের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। এখন চিন্তার বিষয় এই যে, সমাজের এরূপ অবস্থা হইলে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার উপায় কি? আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রসুল করীমের (সাঃ) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্যান্য ধর্ম্মের এরূপ দৃশ্য উপস্থিত হইলে খোদাতা'লা তাহাদের মধ্যে তাঁহার নবী বা মাহ্‌দী পাঠাইয়া সেই সকল ধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছেন। ইসলামের আগমনের পর তিনি আর তদ্রূপ সংস্কারক পাঠান নাই এবং তৎকারণ সেই সকল ধর্ম্ম ক্রমে বিলীন হইতে চলিয়াছে, কিন্তু ইসলাম যেহেতু মানবের চরম ধর্ম্ম সেই জন্য তাহা রক্ষা করিবার ভার আল্লাহ্‌তালা নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন।

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

যেহেতু অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক অধিক ছিল তজ্জন্য অনেক কাল যাবৎ এই সংস্কার কার্য্য সাধারণ সংস্কারক অর্থাৎ মোজাদ্দেদের দ্বারাই সমাধা হইয়াছে। ইঁহারা একাধারে আলেম এবং তত্ত্বজ্ঞানদর্শী। তাই রসুলকরীম (সাঃ) বলিয়াছিলেন যে তাঁহার উম্মতের আলেমগণ বনি ইস্রাইলের নবীদিগের মত কার্য্য করিবে। তের শত বৎসর ধরিয়া এইরূপ মোজাদ্দেদগণ দ্বারা ইসলামের সংস্কার কার্য্য চলিয়াছে, কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন গ্লানির পরিমাণ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন রসুল করীমের (সাঃ) ওয়াদা মত সংস্কারের জন্য হজরত মাহ্‌দীর আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি একাধারে রসুল করীমের উম্মত, মুসলমানদিগের ইমাম এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের জন্য খোদাতালার নবী। যেমন রসুল করীমের (সাঃ) মধ্যে অন্য সকল নবীর গুণ বর্ত্তমান ছিল তেমনি তাঁহার মধ্যেও অন্যান্য নবীর গুণ বর্ত্তমান আছে। কারণ তিনি রসুল করীমের (সাঃ) প্রেমে সম্পূর্ণ ভাবে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহারই গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণ দেখিতে পায়, যিশু খৃষ্টের ভক্ত যিশু খৃষ্টের গুণ দেখিতে পায়, বুদ্ধদেবের ভক্ত বুদ্ধদেবের গুণ দেখিতে পায়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইতিহাস জানে যে অনেক বোজোর্গ সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছে। প্রবাদ আছে যে, হজরত নানকের মৃত্যু হইলে তাঁহার শব লইয়া হিন্দু মুসলমানে দ্বন্দ হয়, তেমনি কবীরের মৃত্যুর পর ও ঘটিয়াছে।

এখন চিন্তার বিষয় এই যে, চৌদ্দ শত বৎসর পর এখন সংস্কারকরূপে একজন নবীর আসিবার দরকার কি ছিল? জগতের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থা যাহারা পরিজ্ঞাত আছেন তাঁহারা জানেন যে, এ সময় জড়বাদীতার যে প্রবল বন্যা জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিক কালে দেখা যায় না। প্রবাদ আছে নমরুদ আল্লাহ্‌র সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আজ রুশীয়াতে Anti-God Campaign অর্থাৎ আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযান করা হয়। জার্ম্মানিতে Pagan আন্দোলন চলিয়াছে। কোথায় বা Nudist Movement চলিয়াছে। যাহারা নিজকে কোন ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া স্বীকার করে তাহাদেরও ধর্ম্মবিশ্বাস পরীক্ষা করিলে সন্দেহ ও ঘোর কালিমা পরিলক্ষিত হয়। এরূপ হইবার একই কারণ—আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানব সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। সে মুখে যাহাই বলুক তাহার হৃদয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস নাই। সে মুখে যাহাই বলুক, গোড়ামি দ্বারা বিশ্বাসের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার যতই চেষ্টা করুক, অন্ধ বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া যতই লম্ফ ঝম্ফ করুক, প্রকৃত কথা এই যে, প্রমাণ অভাবে তাহার বিশ্বাস দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। নবীর আবির্ভাবের ইহাই প্রধান কারণ। কারণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের গাঢ় এবং নসংশয় বিশ্বাস নবীর সাহায্য ব্যতিরিকে মানব হৃদয়ে উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর নহে। আল্লাহ্‌তা'লা ভবিষ্যতে যাহা করিবেন তাহা নবীকে পূর্ব্বে বলিয়া দেন। কেহ বিপদে পড়িলে তাঁহার দোয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন। এইরূপ নানা কার্য্য কলাপের ভিতর দিয়া নবী আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানবের বিশ্বাস পুনরায় দৃঢ়ীভূত করেন এবং তাহার ফলে নাস্তিকতা এবং অবিশ্বাসের বন্যার স্রোতের প্রতিরোধ করেন; তাঁহার দলই বিশ্বাসীদের দল حزب الله তাহারাই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পতাকা হাতে লইয়া নাস্তিকতা এবং জড়বাদীতার বিরুদ্ধে অভিযান করে এবং ফল যাহা হইবার তাহাই হয়। পৃথিবীতে অনেক বার এই সংঘর্ষ হইয়াছে এবং প্রত্যেক বারই বিশ্বাসিগণের বিজয় এবং অবিশ্বাসীদিগের ধ্বংস সাধন হইয়াছে। এই মহা যুদ্ধে বিজয় লাভ করা নবী ভিন্ন অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। নবী চলিয়া যান সত্য, কিন্তু তাঁহার দীক্ষিত 'জামাত' এই মহাযুদ্ধে লিপ্ত থাকে এবং খোদাতা'লার সাহায্যে বিজয় মণ্ডিত হইয়া ইহার শেষ করে। এই কার্য্য সাধনের শক্তি কোন 'মোজাদ্দেদের' নাই। তাই তের শত বৎসর পর ইসলামের

সংস্কারের জন্য একজন 'মোজাদ্দেদ-নবী' আসিবার দরকার হইয়াছে।

হজরত আহ্‌মদ (আঃ) আসিয়া আমাদিগকে কি দিয়াছেন ?

১। হজরত আহ্‌মদ (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক প্রগাঢ় বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে জন্মাইয়াছেন। তাঁহার মোজেজা ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে, এবং তাঁহার দোয়া কবুল হইতে দেখিয়া, কত অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস দূর হইয়াছে! যে সকল ব্যক্তি খোদাতা'লার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের-তো কথাই নাই, যাহারা তদ্রূপ ভাগ্য এখনও লাভ করে নাই তাহারাও উন্নত সাধক ভ্রাতাদিগের সহিত আল্লাহ্‌তা'লার ব্যবহার দৃষ্টে আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর বিশ্বাস লাভ করিতেছে। সেই সাধকদিগের প্রার্থনার উত্তর লাভ, তাঁহাদের দোয়ার কবুলিয়ত খোদাতা'লার অস্তিত্বকে বাস্তব রূপে প্রদর্শিত করিতেছে এবং ভক্তদিগকে পাপের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতেছে ; কারণ পাপ খোদাতা'লার অস্তিত্বে অবিশ্বাসের কারণেই ঘটিয়া থাকে।

২। দ্বিতীয় জিনিষ যাহা হজরত আহ্‌মদ (আঃ) আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা ইসলামের সৌন্দর্য্যের এক নূতন অনুভূতি। আজ ইসলাম নামধারী কয়জন আছেন যাহারা ইসলামের সকল অনুষ্ঠানকে অন্তরের সহিত অনুমোদন করেন? একজন বৃদ্ধ মুসলমান নামধারী সাবরেজিষ্ট্রার সাহেব একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এক স্ত্রীর অধিক বিবাহ করা ব্যভিচার বই নহে। আমি তাহাকে এরূপ কথা বলিতে বারণ করিতে গিয়া স্মরণ করাইয়া দিলাম যে, হজরত রসুল করীম (সাঃ) একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ব্যঙ্গ স্বরে বলিয়া ফেলিলেন, 'তা হোক'। এরূপ ব্যক্তিও ইসলাম নামধারী! এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইসলাম সুদ লওয়া দেওয়া হারাম করিয়াছে, কিন্তু আমাদের Graduates in Economics কয়জন আছে যাহারা সুদ লওয়া দেওয়া প্রকৃতই ঘৃণা মনে করে? তেমনি ইসলামের তালাক প্রথা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা সম্বন্ধে মোসলমান শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও কত আপত্তি, কত সন্দেহ বিদ্যমান! তদ্রূপ ব্যক্তিদিগের চক্ষুতে কি ইসলাম সত্যই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখাইতে পারে? কখনই নয়। সকলেই জানেন যে, যে দ্রব্য কোন ব্যক্তির চক্ষুতে সুন্দর লাগে না সেই ব্যক্তির পক্ষে ইহার প্রেমে পাগল হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। তাই আজ ইসলামের প্রেমিকের সংখ্যা এত অল্প। হজরত 'আহ্‌মদ (আঃ) আমাদিগকে এই মহামূল্য সম্পদ ফিরাইয়া দিয়াছেন। আজ তাঁহার অনুগ্রহে আমাদের চক্ষে ইসলামের এক নূতন সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে। সেই সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মাতোয়ারা করিতে চলিয়াছে। বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণ নিজেদের বিদ্যার গরিমা করুন। খোদাতা'লা আমাদের এই মত্ততা বৃদ্ধি করিয়া দিন—আমীন!

৩। তৃতীয় সম্পদ যাহা তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা হইতেছে জীবনের এক নূতন উদ্দেশ্য, এক নূতন লক্ষ্য। জগতে সকল জাতিই আজ রাজনৈতিক বা আর্থিক উন্নতির চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যস্ত। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও শুদ্ধি, সংগঠন, তবলিগ ও তন্‌জীমের খুব আন্দোলন চলিয়াছিল। কিন্তু সকলেই জানেন ধর্ম্মের নাম লইলেও এই সকল আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, রাজনৈতিক অধিকার লাভ। হজরত আহ্‌মদ (আঃ) আমাদের জীবনের লক্ষ্যে এক মহা পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। "ধর্ম্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিব"—ইহা তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের এক প্রধান সর্ত্ত। তেমনি "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা এবং এবং ইসলামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রান, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করিব"—ইহাও তাঁহার দীক্ষার অন্যতম সর্ত্ত। প্রত্যক আহ্‌মদীকেই, তা তিনি জীবনের যে ক্ষেত্রেই ব্যাপৃত থাকুন না কেন, ইসলাম প্রচার-কার্য্যের সাহায্যের জন্য তাহার উপার্জ্জনের এক বিশেষ অংশ চাঁদা দিতে হয় এবং কেবল চাঁদা দিয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য সমাধা হয় না, খলিফার আহ্বানে তাহাকে দেশে বা বিদেশে ইসলামের খেদমতে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এ কেবল মুখের কথা নয়। খোদাতা'লার ফজলে আহ্‌মদী জমাত ইসলাম-প্রচার কার্য্যে ধন দিয়া, পরিশ্রম দিয়া, প্রাণ দিয়া নিজেদের ইমানের অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তনের এক প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছে। তাহাদিগকে 'কাফের' বলিতে চান বলুন, কিন্তু তাহাদের এই কার্য্যের অস্বীকার কেহ করিতে পারে না।

৪। চতুর্থ আশীষ যাহা হজরত আহ্‌মদ (আঃ) আমাদের জন্য আনিয়াছেন তাহা হইতেছে 'খেলাফত'। এই খেলাফত যে ইসলামে কত বড় 'নেয়ামৎ' (আশীষ) ছিল তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। কোন বাড়ীর কর্ত্তা না থাকিলে সে বাড়ীর যে দশা হয় আজ মুসলমানদিগেরও সেই অবস্থা।

'আরাফাতের' ক্ষেত্রে যখন এক দিকে চীনদেশের খোটান প্রদেশ হইতে, অন্য দিকে মরোক্কা হইতে, অন্য দিকে মাডাগাছকার হইতে পৃথিবীর মুসলমানদিগকে হজে সমবেত দেখিয়াছিলাম, তখন স্বতঃই আমার মনে হইতেছিল, "হে আল্লাহ! এই জগৎব্যাপী মুসলমান জাতির খলিফা কোথায়?" আমি আহমদী, আমি জানিতাম বটে, খোদাতা'লার ওয়াদার ব্যতিক্রম হয় নাই। কোরান শরীফে খোদাতালা ওয়াদা করিয়াছেন তিনি মুসলমানদিগের মধ্যে সর্ব্বদা খলিফা রাখিবেন, কিন্তু মুসলমান নিজ হাতে সেই খেলাফত ধ্বংস করিয়াছে। আজ শত চেষ্টা করিলেও আর সে নেয়ামৎ তাহাদের নিকট আসিবার নয়। মৌলানা আকরম খাঁ গত এপ্রেল মাসের কোন সংখ্যা 'আজাদ' সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, মুসলমানদিগের মধ্যে যে পর্য্যন্ত না এক জন ওয়াজেবুল্-এতায়াৎ লিডার পুনরায় সৃষ্টি হয় ততদিন মুসলমানদিগের পুনরুত্থান সম্ভবপর নহে।

আজ খলিফার অভাবে জগতের মুসলমান সমাজ 'এতীম'। খোদাতা'লা তদ্রূপ 'ওয়াজেবুল্-এতায়াৎ' খলিফা আজ আমাদের মধ্যে দিয়াছেন। তাই সংখ্যায় লঘু হইলেও, ধনে দরিদ্র হইলেও, বিদ্যায় ন্যূন হইলেও আজ আমাদের মন বিশ্বাসের বলে বলীয়ান। উপযুক্ত লিডার থাকিলে অন্য আবশ্যকীয় সকল সামগ্রীই সহজেই সরবরাহ হইয়া থাকে। আজ হজরত মাহ্‌মুদ (আইঃ) আমাদের খলিফা। আজ তাঁহার আহ্বানে সকল আহ্‌মদীর প্রাণ আনন্দে আস্ফালন করিয়া উঠে।

৫। পঞ্চম নেয়ামৎ যাহা আমরা পাইয়াছি তাহা এক সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ। নামাজ ইসলামের সামাজিক নিয়ন্ত্রনের এক আদর্শ। যেমন নামাজের সময় সকল মুসল্লিগণ এক ইমামের আদেশে উঠা বসা করে তেমনি আদর্শ মুসলমান সমাজেও ইমাম বা লিডার থাকে। বগুড়া টাউনের সমবেত অধিবাসীর সামাজিক লিডার কে আছে বলুন? যদি সকলের কথা বাদই বা দেই তবে মুসলমানদিগের সামাজিক লিডার কে তাহা বলাও কঠিন হইবে, কিন্তু সকল আহ্‌মদীই জানে তাহাদের স্থানীয় লিডার কে এবং প্রাদেশিক লিডার কে। এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের কত যে উপকার তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই সহজে বুঝিতে পারেন। নিয়ন্ত্রণই জীবনীশক্তির অন্যতম পরিচয়।

এখন আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, এ কালে অন্য কোন ধর্ম্ম সংস্কারক এই সকল কার্য্য করিয়াছেন কি?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি করাচীর কোন এক প্রফেসার, যিনি সংবাদ পত্রে Political প্রবন্ধাদি লিখেন তাঁহার এক প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কি করিতে হইবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—Agitate, organise and do tapasya। কথাটী আমার নিকট কিছু উল্টা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। নিজের সাহায্যে নিজে শক্তি সঞ্চয় করা এবং তৎপর নিজ সমাজ নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ব্বে আন্দোলন আরম্ভ করা, কেমন যেন যুক্তির বিপরীত। ইস্‌লাম প্রচারের জন্য আহ্‌মদিগণকে কি করিতে হইবে –এই প্রশ্নের উত্তরে আমি তাই বলিতে চাই, Realise (সাধনা কর), Organise (নিয়ন্ত্রণ কর) and Preach (প্রচার কর)। কেবল আহমদী নাম ধারণ করিয়া, অর্থাৎ বয়েৎ করিয়া কোন লাভ নাই যদি হজরত মাহদীর (আঃ) উপদেশ মত আমরা ইসলামের শিক্ষাকে আমাদের নিজ নিজ জীবনে প্রস্ফুটিত করিতে চেষ্টা না করি। বয়েতের সর্ত্তে এবং বয়েতের বাণীতে যে ওয়াদা আল্লাহ্‌তালার সহিত আমরা করিয়াছি তাহা পূর্ণভাবে পালন করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতে হইবে। দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে এরূপ লোক আছে যাহারা এ বিষয়ে উদাসীন, যাহারা কোরান শরীফ ও হদীস নিয়মমত পাঠ করিতে অভ্যস্থ নহে, যাহারা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) উপদেশাবলী পাঠ করে না, যাহারা তাহাজ্জদ সম্বন্ধে উদাসীন। কোরান শরীফ পড়িতে ও বুঝিতে চেষ্টা করা তো সকল আহমদীরই কর্ত্তব্য। তাহাদের জন্য উর্দ্দু শিক্ষা করাও এখন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, কারণ হজরত মাহদীর (আঃ) এবং সেলসেলার অন্যান্য পুস্তকাদি অধিকাংশই উর্দ্দুতে লিখিত। যাহারা এ পর্য্যন্ত উর্দ্দু শিখিতে পারেন নাই তাহারা বাঙ্গলা ভাষায় যে পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এবং আহ্‌মদী পত্রিকাখানি নিয়মমত পাঠ করিলে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। এ সম্পর্কে বা-জমাত নামাজ পড়া সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। নামাজ পূর্ণভাবে আদায় করিতে হইলে জমাত ছাড়া হয় না। তাই রসুল করীম (সাঃ) জমাত নামাজের জন্য এত তাগিদ করিয়াছেন।

জমাতের দুর্ব্বলতার আর এক কারণ পরস্পর সদ্ভাবের অভাব। তাই আমীরুল মে মেনীন হজরত খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) অতি তাগিদ করিয়া

বলিয়াছেন যে আহমদিগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে। তদ্রূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে উৎপীড়িত ব্যক্তিরই উচিৎ যে প্রথমে স্বয়ং গিয়া নিজ ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আপোষের বিবাদ দূর করিবার এই প্রশস্ত পথ।

প্রত্যেক আহ্‌মদী স্থানীয় আঞ্জোমন এবং প্রেসিডেণ্টের সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করিবেন এবং সেলসেলার কার্য্যে প্রেসিডেণ্টের আদেশ মানিতে সর্ব্বদা বাধ্য থাকিবেন। তেমনি প্রেসিডেণ্ট সাহেবগণ প্রাদেশিক আমীরের ও আঞ্জোমনের আদেশ তৎপরতার সহিত পালন করিবেন। দুঃখের বিষয় এসম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এখনও অনেক ত্রুটি আছে এবং তজ্জন্য আমাদের কার্য্যও যথেষ্ট সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে না। আমাদের জমাতের পরস্পর ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত হইলে আমাদের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

আমাদের তৃতীয় কর্ত্তব্য হইতেছে ইসলাম প্রচার। ইহাই হজরত মাহ্‌দীর (আঃ) আগমনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। আমরা নিজ নিজ সাংসারিক কার্য্য করিয়াও ইচ্ছা করিলে যথেষ্ট তবলীগ করিতে পারি। তবলীগের জন্য অধিক বিদ্যার আবশ্যক নাই। সাধনা এবং উপলব্ধিই হইতেছে তবলীগের প্রধান সহায়। ইচ্ছা ও উৎসাহ থাকিলে আমরা অবসর সময় ও ছুটির সময় অনেক তবলীগ করিতে পারি।

আমাদের এই তিন প্রকার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য হজরত খলিফাতুল মসিহ এক কর্ম্ম-তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন যাহা তাহ্‌রীকে জদীদ নামে পরিচিত। ইহাতে সাধনা, নিয়ন্ত্রন এবং প্রচার এই তিন কার্য্যেরই অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আজ তিন বৎসর যাবৎ এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং খোদাতা'লার ফজলে অতি সন্তোষজনক ফল লাভ হইয়াছে। আমি আশা করি আহমদিগণ সকলেই আগামী রবিবার† নিজ নিজ স্থানে একত্র হইয়া এই সম্বন্ধে আলোনা করিবেন এবং পুরুষ স্ত্রী সকল আহমদীকেই উহা শুনাইবেন এবং বুঝাইয়া দিবেন। এই তাহরীকের বিস্তারিত বিবরণ গত জানুয়ারী এবং পূর্ব্ববর্ত্তী জানুয়ারী সংখ্যা আহ্‌মদীতে* প্রকাশ হইয়াছে। আশা করি বন্ধুগণ আগামী ৩০শে মে নিজ নিজ স্থানে সভা করিয়া তাহা জানাইবেন। বালক বালিকাদিগকেও ইহা হইতে বঞ্চিত রাখা উচিত নহে, কারণ তাহাদের মনেও ইসলামের খেদমতের স্পৃহা জাগরণ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ

[মিস্ তায়েবা খাতুন]

পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত,—যথা কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত।

কলেমা তাইয়েব—এই পাঁচটি মূল বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমই 'কলেমা তাইয়েব' বা তৌহিদ মন্ত্র, যাহার অর্থ এই—"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই এবং হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহারই গুণে গুনান্বিত এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষ।" পাঁচটী স্তম্ভের মধ্যে ইহাকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে, কারণ ইহার মধ্যে ইসলামের সমস্ত কথাই আসিয়া পড়ে এবং ইহাই ইসলামের সার, কিন্তু জগতের প্রায় লোকই মোসলমান হওয়া সত্বেও এবং নিজকে মোসলমান বলিয়া পরিচয় দেওয়া সত্বেও ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝে না এবং বুঝিবার চেষ্টাও করে না। এই 'কলেমার' অর্থ খোদাকে এক ও সর্ব্বশক্তিমান ও সমস্ত পূর্ণ গুণের আধার বিশ্বাস করা এবং পার্থিব কোন বস্তুকে তাঁহার গুন ও সত্তায় সমকক্ষ জ্ঞান না করা এবং সমস্ত ভয় ও ভালবাসা শুধু তাঁহারই উদ্দেশ্যে হওয়া এবং জীবনের যাবতীয় সফলতার জন্য অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া শুধু তাঁহারই দরগাহে প্রণত থাকা, কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু বিদ্বান মুসলমানও মুখে শতবার একথাটি আওড়ান সত্বেও কার্য্যতঃ খোদার শেরেক করিয়া বসেন। কেহ চাকুরীতে প্রমোসন পাওয়ার জন্য, কেহ সন্তান লাভের জন্য বা তদ্রূপ অন্য কোন মকসুদ হাসেলের জন্য,—কেহ বা লেংটা ফকিরের পিছে পড়িয়াছেন, কেহ বা দরগায়

† বিগত ৩০শে মে উল্লিখিত সভা করা হইয়াছিল—সঃ আঃ।

* এই সংখ্যারও ১৫৬ পৃষ্ঠায় তাহরিক জদীদ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে— সঃ আঃ।

শিরনী দিতেছেন। এইরূপ কত রকমের শেরেকে আজ মোসলমান লিপ্ত হইয়া আছে। এতদ্ব্যতীত আরো কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শেরক আছে, তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। ইসলামের শিক্ষানুসারে মিথ্যা কথা বলাও এক প্রকারের শেরক ;— কারণ তৎকালে মানুষ খোদাতা'লাকে ভয় না করিয়া পার্থিব লাভ লোসকানকে অধিক ভয় করিয়া বসে। সেইজন্য আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য তৌহিদের উপর কায়েম হওয়া।

নামাজ—অন্য চারিটি স্তম্ভের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও প্রয়োজনীয় হইতেছে "নামাজ"। হাদিসে উল্লেখ আছে, 'নামাজ বেহেস্তের চাবি এবং এই নামাজ দ্বারা মানুষ খোদার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে।' খোদাতা'লা কোরান শরীফে বার বার বলিতেছেন, "হে মোমিনগণ তোমরা নামাজ পড়, ইহা কোন অবস্থাতেই মাফ হইবে না," কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের অধিকাংশ ভাই ভগ্নিই এবিষয়ে অমনোযোগী।

যাহারা নামাজ পড়েন তাহারাও ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া পড়েন না। কেবল তোতা পাখীর ন্যায় খোদার নিকট তাহারা মুখস্ত বিদ্যাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। পক্ষিবিহীন পিঞ্জর ও আত্মাবিহীন মানব যেরূপ, অর্থবিহীন নামাজও তদ্রূপ। আমাদের প্রত্যেক ভ্রাতাভগ্নিরই প্রথম কর্ত্তব্য নামাজের অর্থ শেখা ; দ্বিতীয়তঃ যখনই আমরা নামাজের জন্য জায়-নামাজে দাড়াই তখনই যেন আমরা একথা মনে করি যে আমরা এখন খোদার দরবারে খোদার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নামাজে নিজ নিজ ভাষায় খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। কারণ নামাজের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে, বান্দা যেন তাহার প্রভুর নিকট দাড়াইয়া তাহার সব অভাব অভিযোগ প্রকাশ করে। নামাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটি কথা মনে রাখিতে পারিলে নামাজ পুনরায় আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

১। নামাজের অর্থ শেখা।

২। নামাজে নিজকে সাক্ষাৎ খোদার সম্মুখীন জ্ঞান করা।

৩। নামাজে নিজ নিজ ভাষায় খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

এই তিনটি কথার উপর আমল করিতে পারিলে সত্য সত্যই নামাজ আমাদের নিকট বেহেস্তের চাবি বলিয়াই বোধ হইবে এবং এই চাবি দিয়া বেহেস্তের দরজা খুলিয়া আমরা অতি অনায়াসে বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিব।

রোজা—ইসলামের তৃতীয় আরকান রোজ। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নিজের নফ্‌স্ বা আত্মাকে দমন রাখা ও কোরবানী করিবার শক্তি অর্জ্জন করা। এই দুইটীর দ্বারাই মানব দীন-দুনিয়া উভয় স্থানেই জয় লাভ করিতে পারে। খোদাতা'লা বলিয়াছেন রোজাদারের পুরস্কার স্বয়ং আমি। রোজা রাখিতে হইলে সর্ব্ব প্রথম চাই, ভক্তি ও বিশ্বাস। হাদিসে লেখা আছে, "ঐ সব ব্যক্তির রোজা কখনও কবুল হইবে না যাহারা রোজা রাখিয়াও মিথ্যা কথা ও ছলচাতুরী হইতে বিরত হয় না"। হজরৎ রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "রমজান মাসের শেষের দশ দিন অত্যন্ত বরকত-ওয়ালা। এই সময় খোদা তাঁহার বান্দার অতি নিকটবর্ত্তী হন, এবং সেই সময় তিনি বান্দার দোয়া বেশী কবুল করেন।" এইজন্য আমদের প্রত্যেক ভ্রাতাভগ্নির কর্ত্তব্য, আমরা নিষ্ঠার সহিত রোজা পালন করি এবং শেষ দশ দিন বেশী করিয়া এবাদত করি।

জাকাত—ইসলামের চতুর্থ আরকান 'জাকাত'। যে ব্যক্তির নিকট প্রচুর ধন আছে, তাহার কর্ত্তব্য যে তাহার ধনের এক অংশ খোদাকে খুসী করিবার উদ্দেশ্যে, গরীব, এতীম ও মোসাফেরদের সাহায্যের জন্য ব্যয় করে। ইহাতে একদিকে যেরূপ খোদার নেয়ামতের শোক্‌রিয়া আদায় করা হয়, অন্যদিকে গরীব এতীমদের সাহায্য করা হয়। এই জাকাত দ্বারা নিজের ও জামাতের অনেকটা উন্নতি হইয়া থাকে ; কিন্তু খোদা সমস্ত ধনের উপর জাকাত নির্দ্ধারিত করেন নাই। যখন কোন ব্যক্তির ধন একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা হইতে বেশী হইয়া যায় তখনই তাহার উপর জাকাত দেওয়া ফরজ হয় ; অর্থাৎ যাহাদের প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কার আছে তাহাদের উপরই জাকাত ফরজ করা হইয়াছে, কিন্তু হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে সমস্ত অলঙ্কার সর্ব্বদা ব্যবহার করা হয় তাহার জন্য জাকাত দিতে হইবে না।

হজ্জ—ইসলামের পঞ্চম আরকানঃ হজ। ইহা ঐ সমস্ত ব্যক্তির উপর ফরজ যাহারা ইহার ব্যয় বহন করিতে সক্ষম। হজ করিবার প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে পবিত্র ভূমি দর্শন করিয়া নিজের মনকে পবিত্র করা এবং একই কেন্দ্র ভূমিতে সমস্ত মুসলমান একত্রীত হইয়া সেই বহু দিনের পূর্ব্বের সেই অদ্বিতীয় ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া খোদাতালার নিকট তাহাদের ও নিজেদের জন্য দোয়া করা।

স্ত্রীলোকদের জন্য এই সফর করা কষ্টকর বটে, কিন্তু খোদাতা'লা যাহাদিগকে তৌফিক দিয়াছেন তাহারা এবিষয়ে যত্নবতী

হইবেন। শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমাদেরই কয়েকজন আহমদী ভগ্নি এই কার্য্য সমাধা করিয়া নিজকে এবং তাঁহার স্বজাতীয় রমনীকুলকে ধন্য করিয়াছেন।

ইহাই ইসলামের পাঁচটী ভিত্তি বা আরকান, যাহা খোদা ও তাঁহার রসুল (সাঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ। যাহারা খোদার এই হুকুমসমূহকে মানিয়া চলিবে, একমাত্র তাহারাই খোদার নিকট পুরস্কৃত হইবেন।

হে খোদা ! তুমি আমাকে ও আমার সকল ভাইভগ্নিকে ইসলামের শরীয়ত অনুসারে চলিতে ও তোমার হুকুমসমূহকে মানিয়া চলিতে তৌফিক দাও—আমিন, সুম্মা আমীন।

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

লণ্ডন—লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ইদানিং তথায় খোদাতালা'র ফজলে আরো তিন জন ইংরাজ মহিলা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন আমাদের নবদীক্ষিত ভ্রাতা মিষ্টার আর্‌লণ্ড (বর্ত্তমান নাম লতীফ) সাহেবের বৃদ্ধা জননী; দ্বিতীয় জন মিষ্টার ভাদ্‌রী নামক জনৈক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্ত্রী। মিঃ ভাদ্‌রী ইণ্ডিয়া হাউসে চাকুরী করেন। তাহার স্ত্রী ও মাতা উভয়ই ইংরাজ মহিলা। স্বামী স্ত্রী উভয়কেই তবলীগ করা হয়। খোদাতা'লার ফজলে মিসেস্ ভাদরীই প্রথম ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন খোদাতালা মিষ্টার ভাদরীকে এবং তাহার মাতাকেও শীঘ্রই হেদায়ত দেন। তৃতীয় জন ফ্রান্সিস্ এড্‌ওয়ার্ড নাম্নী জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা। তিনি আমাদের লণ্ডনস্থ সাউথফিল্ড মসজিদের নিকটই বাস করেন। সাউথফিল্ডে এই প্রথম আহমদী। আল্লাহ্ তাঁহাকে 'এস্তকোমাত' দিন এবং অন্যান্যের হেদায়তের কারণ করুন—আমিন।

আমেরিকা—আমেরিকা হইতে জনাব সুফি মুতিউর রাহমান বেঙ্গলী, এম-এ, লিখিয়াছেন যে ইদানিং খোদাতা'লার ফজলে তথায় দুই জন মহিলা আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন। আরও একজন মহিলা অতি আগ্রহের সহিত সিল্‌সিলার পুস্তিকাদি পাঠ করিতেছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ তা'লা তাহাকে শীঘ্রই হেদায়ত দেন—আমীন। আমেরিকার আহমদী ভ্রাতাভগিনিগণ ইদানিং খোদাতা'লার ফজলে বেশ এখ্‌লাসের পরিচয় দিয়াছেন। একমাত্র সিকাগো সহরের ভ্রাতাভগিনিগণ তাহ্‌রিক জদীদের জন্য এপর্য্যন্ত চল্লিশ ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। খোদাতা'লা তাঁহাদিগকে এখ্‌লাসে, ঈমানে ও আমলে তরক্কী দিন এবং ইস্‌লামের পতাকাকে তথায় গৌরবমণ্ডিত করুন—আমীন।

দেশীয় সংবাদ

কাদিয়ান শরীফ—হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) শারীরিক অবস্থা বর্ত্তমানে খোদাতা'লার ফজলে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল। বন্ধুগণ তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য এবং দীর্ঘজীবন লাভের জন্য সতত দোয়া করিবেন।

হজরত উম্মোল্ মোমেনীন সাহেবার (হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) সহধর্ম্মিনীর) শারীরিক অবস্থা বর্ত্তমানে বিশেষ ভাল নয়। তিনি বহুদিন যাবৎ শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেন—আমীন।

মোনাফেকদের ফেৎনা—ইদানীং কাদিয়ান শরীফে কপিতয় মোনাফেক্ তাহাদের গর্হিত আচরণের দরুন হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সানির (আইঃ) আদেশে সিলাসিলা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা বর্ত্তমানে নানা উপায়ে জমাতে ফেৎনা সৃষ্টি করিবার এবং নানারূপ মিথ্যা রটনা দ্বারা হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সানির (আইঃ) বিরুদ্ধে লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় আছে। বন্ধুগণ ইহাদের কুচক্র ও কুপ্ররোচনা হইতে সাবধান থাকিবেন এবং দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা ইহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন এবং সিলসিলাকে নিরাপদ রাখেন—আমীন।

প্রাদেশিক আমীর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক অঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৮ই তারিখ তাঁহার বৃদ্ধা জননীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া নাটোর গমন করেন। তথা হইতে তিনি রাজসাহী, বগুরা, বদরগঞ্জ ও রংপুরে টুর করিয়া স্থানীয় আঞ্জোমন সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং খোদা চাহেত শীঘ্রই কৃষ্ণগর (নদীয়া) যাওয়ার বাসনা রাখেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের উত্তম ফল প্রদান করুন এবং তাঁহার মাতা সাহেবানীকে স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও হেদায়ত দান করুন—আমীন।

প্রচার কার্য্য—খোদাতা'লার ফজলে বিরামপুর ও কৃষ্ণগরে পূর্ব্বের ন্যায়ই পূর্ণ উদ্যমে প্রচার কার্য্য চলিতেছে। বিরামপুরে মৌলবী আজীজুদ্দীন সাহেব এবং কৃষ্ণগরে মৌলবী হাফীজুল্লাহ্‌ সাহেব প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়

ঢাকা—বর্ত্তমান মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশীক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া কর্ত্তৃক ঢাকায় দুইটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে—একটি দারুৎ-তবলীগে ও অপরটি ২০ নং খাজেদেওয়ান রোডে। এই উভয় স্থান হইতে প্রত্যহ প্রাতে ও বিকালে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব, বি-এ, এই উভয় চিকিৎসালয়ের চার্জ্জে আছেন। এই কার্য্যে তাঁহার সাহায্যের জন্য পটুয়াখালী হইতে জনৈক বিজ্ঞ হোমিওপেথ ডাঃ তুফাইল উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবকে দারুৎ তবলীগে আনয়ন করা হইয়াছে। তিনি প্রাইভেট প্রেকটিসও করিবেন এবং এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ সকালে বিকালে দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যেও সাহায্য করিবেন। খোদাতা'লার ফজলে ইতিমধ্যে বহু রোগী এই দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়ের নীতি এই যে, রোগ মুক্তির জন্য সদকা, দাওয়া ও দোয়া এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সেইজন্য প্রত্যেক রোগীকে ঔষধ নেওয়া কালীন এক পয়সা করিয়া সদকা করিতে হইবে এবং দোয়া করিতে হইবে। বন্ধুগণের নিকট নিবেদন এই যে, এই চিকিৎসালয়ের সাহায্যের জন্য যে যাহা পারেন সত্বর প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া সোয়াব হাসেল করিবেন এবং দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা ইহাতে 'বরকত' দেন এবং ইহাকে মানবের দৈহিক ও আত্মিক উভয় প্রকার ব্যাধির প্রতিকারের উত্তম উপায় করেন।

নাটোর ব্রাঞ্চ—এই চিকিৎসালয়ের একটি ব্রাঞ্চ নাটোরেও খোলা হইয়াছে এবং মৌলবী আবুল আসেম খান চৌধুরী সাহেব তাহার চার্জ্জে আছেন।

বগুড়া ব্রাঞ্চ—তদ্রূপ অপর একটি ব্রাঞ্চ বগুড়াতেও খোলা হইয়াছে এবং মৌলবী আব্বাস আলী সাহেব মোক্তার তাহার চার্জ্জে আছেন।

বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তালা এই ব্রাঞ্চ চিকিৎসালয়গুলিকেও মোবারক ও কামইয়াব করেন—আমীন।

সদর আঞ্জোমনের মোবাল্লেগীন—সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রহ্‌মান সাহেব যিনি ইতিপূর্ব্বে বগুড়ায় ছিলেন শরীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বর্ত্তমান মাসে ছুটিতে কাদীয়ান গিয়াছেন। তিনি প্রায় দুইমাস কাল তথায় থাকিয়া শরীর সুস্থ হইলে পুনরায় বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, ইনশা-আল্লাহ্‌। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে শীঘ্র পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রদান করেন এবং বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার তৌফিক দেন।

সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার অন্যতম মোবাল্লেগ মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ বর্ত্তমানে ঢাকায় আছেন। মাননীয় আমীর সাহেবের অনুপস্থিতিতে তিনি আঞ্জোমনের চার্জ্জে আছেন।

প্রাপ্তি সংবাদ

বর্ত্তমান মাসে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে আহমদীর বার্ষিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। যেজাহুমুল্লাহু আহ্‌সানুল যেজা! আশা করি অন্যান্য বন্ধুগণও তাঁহাদের চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

মৌলবী নাজীর আহাম্মদ চৌধুরী সাহেব; মৌলবী হাফিজুল্লাহ খান সাহেব বি-এ, বি-টি; মৌলবী দৌলত আহাম্মদ খান্‌ সাহেব বি এ, বি-এল; ডাঃ মোহাম্মদ মুসা সাহেব; মৌলবী আবদুল মালেক খাদেম সাহেব; মৌলবী এ, কে, মজিবুর রাহমান সাহেব; মোসাম্মাত মনজরুন্নেছা খাতুন সাহেবা; মৌলবী মোহাম্মদ উম্মেদ আলী সাহেব বি-এ।

এতদ্ব্যতীত কতিপয় ভ্রাতা হইতে আংশিক চাঁদাও পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের নাম এখানে প্রকাশ করা গেল না। তাহাদের সম্পূর্ন চাঁদা আদায় হইয়া গেলে তাহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যে সকল গ্রাহক গ্রাহীকাদের দ্বিতীয় বর্ষের, অর্থাৎ ১৯৩৭ সনের চাঁদা বাকী আছে তাহাদের নাম গত জুলাই সংখ্যা আহামদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্বারা পুনঃ তাহাদের দৃষ্টিগোচর করা যাইতেছে যে আগামী ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আহমদীর আগষ্ট সংখ্যা তাহাদের নামে ভি, পি, করা হইবে। সুখের বিষয় ইতিমধ্যে কপিতয় ভ্রাতা তাঁহাদের দেয় চাঁদা আদায় করিয়া দিয়াছেন। যেজাহুমুল্লাহু আহসানুল যেজা! আশা করি অন্যান্য বন্ধুগণ তাহাদের নিজ নিজ দেয় চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন এবং ভি, পি, করাইয়া নিজেও ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না এবং আমাদিগকেও ক্ষতিগ্রস্থ করিবেন না।

হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্ফাল্।

আহমদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

জুলাই, ১৯৩৭ | সপ্তম বর্ষ | সপ্তম সংখ্যা

(কাদিয়ান)

প্রবন্ধ সূচী

দোয়া ১৪৭
"আনসারুল্লাহ্" (কবিতা) ১৪৮
হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) অমৃতবাণী ১৪৯—১৫০
দোয়াই শ্রেষ্ঠাস্ত্র ... ... ১৫১—১৫২
সফলতা লাভের উপায় ... ১৫৩—১৫৬
তাহরিক জদীদ ... ... ১৫৬—১৫৮
মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্নের উত্তর ... ১৫৯—১৬৭
ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ ... ... ২৬৭—১৬৮
জগৎ আমাদের :— ... ... ১৬৮—১৭০
বিদেশীয় সংবাদ :—লণ্ডন, আমেরিকা
দেশীয় সংবাদ :—কাদীয়ান শরীফ, মোনাফেকদের ফেৎনা, প্রাদেশিক আমীর, প্রচারকার্য্য, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাপ্তি সংবাদ, বিশেষ দ্রষ্টা।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ১॥০

প্রতি সংখ্যা ৵০

দাতব্য চিকিৎসালয়

বর্ত্তমান জুলাই মাস হইতে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে—আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌।

একটি ২০নং খাজেদেওয়ান রোডে (ঢাকা)—সকাল ৮ঘটিকা হইতে ৯ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং অপরটি ১৫নং বক্সিবাজার রোডে, (ঢাকা)—১০ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা, এবং বৈকাল ৫ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে ব্যবস্থা-পত্র ও ঔষধ দেওয়ার জন্য খোলা থাকে।

আহ্‌মদী ভ্রাতাভগিণীবৃন্দের নিকট নিবেদন যে তাঁহারা এই পূণ্য কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিবেন।

এতদ্ব্যতীত

নাটোর এবং বগুড়ায়ও স্থানীয় আঞ্জোমনের তত্ত্বাবধানে এবং প্রাদেশিক আঞ্জোমনের পক্ষ হইতে **দাতব্য চিকিৎসালয়** খোলা হইয়াছে।

——

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ..... এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেন্ট ডাক্তার দ্বারা প্রশংসিত

শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা			মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম			"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম			"	৪৲
সিকি কলম			"	২॥০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ		পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
"	"	" অর্দ্ধ "	"	১২৲
"	"	৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
"	"	" অর্দ্ধ "	"	১২৲
"	"	৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
"	"	" অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as.*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্লাম ...	৵১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৵১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৵৫
আমালেসালেহ্ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেন্টের জন্য শতকরা ২৫৲টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. from the Wari Printing Works, Wari, Dacca. (Bengal).